ক্লান্তিহীন পদযাত্রার ২৫ বছর

১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দ হতে ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ

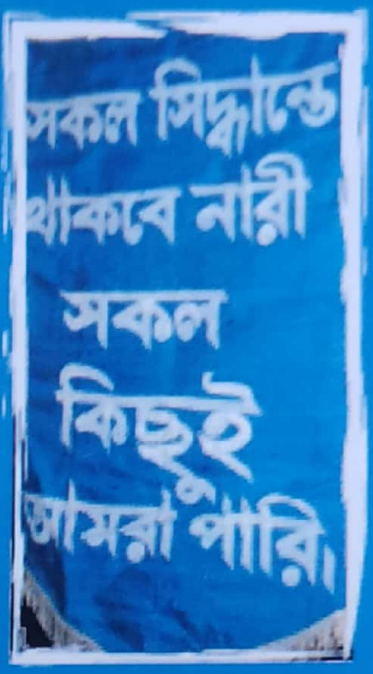

খাগড়াপুর মহিলা কল্যাণ সমিতি

কান্তিহীন পদযাত্রার ২৫ বছর-	
জানুয়ারী, ২০০০ হতে মার্চ, ২০০২	নারী ক্ষমতায়ন
জানুয়ারী, ২০০৩ হতে ডিসেম্বর, ২০০৫ এবং জানুয়ারী, ২০০৮ হতে ডিসেম্বর, ২০১৮	উপ- আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা
জানুয়ারী, ২০০৪ হতে জানুয়ারী, ২০০৫	বসতবাড়ীর আঙ্গিনায় সব্জি চাষের মাধ্যমে আয়বর্ধনমূলক কর্মসূচী
১৭ মে, ২০০৫ হতে ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০১৩	জন-সমষ্টি ক্ষমতায়ন ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন
জানুয়ারী, ২০০৬ হতে মার্চ, ২০১১	সুশাসনের লক্ষ্যে পার্বত্য নারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি
জুলাই, ২০০৬ হতে জুন, ২০১০	সুশাসন ও টেক্সই উন্নয়নে পার্বত্য জনগণের অংশগ্রহণ
জানুয়ারী হতে ডিসেম্বর, ২০০৯ এবং জানুয়ারী, ২০১৩ হতে ডিসেম্বর, ২০১৫	জনসমষ্টি স্বাস্থ্য উন্নয়ন কর্মসূচী
জুলাই, ২০১০ হতে জুন, ২০১৩ এবং জানুয়ারী, ২০১৪ হতে ফেব্রুয়ারী, ২০১৭	নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ কার্যক্রম
মে, ২০১১ হতে ফেব্রুয়ারী, ২০১২	প্রান্তিক পর্যায়ে স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে জন-উদ্যোগ
জুন হতে আগষ্ট, ২০১১	খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার প্রান্তিক ও অনগ্রসর যুব নারীদের সমতা বৃদ্ধি
জুলাই, ২০১১ হতে জুন, ২০১৩	ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ টু প্রোমোট ট্রান্সফরমিং অফ ইয়োথ এন্ড এডোলেসেন্ট (দীপ্ত)
জুলাই, ২০১১ হতে জুন, ২০২০	পার্বত্য অঞ্চলে বিকল্প উন্নয়নের জন্য কর্ম-গবেষণা ও সুশাসনের জন্য সক্ষমতা বৃদ্ধি
ডিসেম্বর, ২০১২ হতে জুন, ২০১৩	জেন্ডার ইস্যু এবং মাশরুম ও মৌমাছি চাষ বিষয়ক প্রশিণ কর্মসূচী
২৪ ডিসেম্বর, ২০১৩ হতে ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৮	পার্বত্য চট্টগ্রাম পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)
০১ মে থেকে ৩০ নভেম্বর ২০১৬খ্রিঃ	সহিংসতা শিকার নারী ও নারী শিশুর পুনঃর্বাসন সহায়তা

শুভেচ্ছা বাণী

খাগড়াপুর মহিলা কল্যাণ সমিতি খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় অবস্থিত স্থানীয় উন্নয়ন কাজে নিয়োজিত ও উন্নয়নের জন্য নেতৃত্বদানকারী একটি নারী প্রধান সংগঠন। এটি ১২ মার্চ, ১৯৯৩ সালে স্থানীয় শিক্ষিত এবং উদ্দ্যোমী কয়েকজন নারী সমাজ কর্মীদের নিয়ে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় নারী অধিকার বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এ সংগঠন প্রতিষ্ঠার পর হতেই সরকারী-বেসরকারী (দেশীয়/আন্তর্জাতিক) সংস্থার সহযোগিতায় সুযোগবঞ্চিত পার্বত্য জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন এবং দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামীণ জনসাধরণ, বিশেষতঃ নারী ও শিশুদেরকে উন্নয়নের মূল ধারায় এনে ক্ষমতায়ণ ও প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। সাংগঠনিকভাবে কাজ করতে গিয়ে সহায়ক কর্ম-পরিবেশ প্রয়োজন ছিল যা প্রশাসনের কর্মকর্তাগন, জনপ্রতিনিধি, ঐতিহ্যবাহী নেতৃত্ব (হেডম্যান-কার্বারী), সুশীল সমাজ সর্বোপরি পুলিশ প্রশাসনসহ বিভিন্ন পর্যায়ের অকৃত্রিম সহযোগিতা ছিল বিধায় সংগঠনের সাংগঠনিক কার্যক্রমের শুরুতে বয়স্ক শিক্ষা চালু (যা স্বাক্ষরহীন মানুষকে স্বাক্ষর জ্ঞান প্রদান করা), সদস্যদের মধ্যে সঞ্চয়ী মনোভাব গড়ে তোলার জন্য উদ্বুদ্ধ করা, সভা-সেমিনার, দিবস উদযাপন ও বিভিন্ন প্রশিক্ষণের মধ্য দিয়ে নারী নেতৃত্ব বিকাশ ও আত্ম-কর্মসংস্থানে সহায়তা করা, নারী অধিকার বিষয়ে সচেতনতা গড়ে তোলা, নারী শিক্ষা প্রসার ঘটানোর লক্ষে প্রচেষ্টা, নির্যাতিত নারীদের ন্যায় বিচার প্রাপ্তিতে সহায়তাসহ বিভিন্ন প্রশিক্ষণের মধ্য দিয়ে দক্ষ করে অর্থতিক কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে স্বাবলম্বী করার জন্য নিরলস প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে।

১২ মার্চ ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ সংগঠন প্রতিষ্ঠার ২৫ বছর পূর্তি হতে যাচ্ছে। ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে অত্র সংস্থা প্রতিষ্ঠার পর হতে বর্তমান সময় পর্যন্ত যেসব কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে তা সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশের জন্য উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। সংগঠন প্রতিষ্ঠা হতে বর্তমান সময় পর্যন্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নে যাদের অকৃপণ সহযোগিতায় কেএমকেএস এ পর্যায়ে আসতে পেরেছে সে সকল সরকারী-বেসরকারী বিভিন্ন দাতা সংস্থা, সহযোগি সংস্থা এবং মহৎপ্রাণ ব্যক্তিদের আমার ব্যক্তিগত ও সংস্থার পক্ষ থেকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি। পাশাপাশি এই সংগঠন তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সফল করার মধ্য দিয়ে শান্তি ও সম্প্রীতি বজায় রেখে বৈষম্যহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষে সকল স্তরের জনগনের একান্ত সহযোগিতা প্রত্যাশা করছি।

শেফালিকা ত্রিপুরা
সভানেত্রী ও প্রধান নির্বাহী
খাগড়াপুর মহিলা কল্যান সমিতি।

❖ সম্পাদক
যুগান্তর বিকাশ ত্রিপুরা, অর্থ ও প্রশাসনিক সমন্বয়কারী

❖ সহযোগি সম্পাদক মন্ডলী
মনীষা তালুকদার, কর্মসূচী সমন্বয়কারী এআরএডি-সিএইচটি প্রকল্প;
অমল বিকাশ ত্রিপুরা, কর্মসূচী কর্মকর্তা এআরএডি-সিএইচটি প্রকল্প;
কাজল বরন ত্রিপুরা, প্রাক্তন কর্মসূচী কর্মকর্তা, এপিভিএডব্লিউ;
রাসিল ত্রিপুরা, ফিল্ড ফ্যাসিলিটেটর, সিএইচটিআরডিপি (২);

❖ সার্বিক তত্ত্বাবধানে
শেফালিকা ত্রিপুরা, সভানেত্রী ও প্রধান নির্বাহী
শাপলা দেবী ত্রিপুরা, সম্পাদিকা

❖ প্রকাশনায়
খাগড়াপুর মহিলা কল্যান সমিতি
খাগড়াপুর, খাগড়াছড়ি সদর উপজেলা
খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা।
ফোন- ০৩৭১-৬২৩৫১
ই-মেইল - kmkscht@yahoo.com

❖ প্রকাশকাল
১২ মার্চ, ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ

সূচীপত্র-

এক নজরে খাগড়াপুর মহিলা কল্যান সমিতি	৩
২৫ বছরব্যাপী কার্যক্রম বাস্তবায়নের বিবরণ	৪-১৬
কেইস স্টাডি-১	১৭
কেইস স্টাডি-২	২৬
কেইস স্টাডি-৩	২৯
সংস্থার অন্যান্য কার্যক্রম	৩১-৩৯
সংস্থা ও সংস্থার প্রধান নির্বাহী'র বিশেষ অর্জন	৩৯-৪১
প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নের স্থির চিত্র	৪২-৫৬

এক নজরে খাগড়াপুর মহিলা কল্যান সমিতি

খাগড়াপুর মহিলা কল্যান সমিতি খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় অবস্থিত স্থানীয় উন্নয়ন কাজে নিয়োজিত ও উন্নয়নের জন্য নেতৃত্বদান কারী একটি নারী প্রধান সংগঠন। এটি ১২ মার্চ ১৯৯৩ সালে স্থানীয়, শিক্ষিত এবং উদ্দ্যোমী কয়েকজন নারী সমাজ কর্মীদের নিয়ে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় নারী অধিকার বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। এ সংগঠন প্রতিষ্ঠার পর হতেই সুযোগবঞ্চিত পার্বত্য জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন এবং দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামীণ জনসাধরন বিশেষতঃ নারী ও শিশুদেরকে উন্নয়নের মূল ধারায় এনে ক্ষমতায়ণ ও প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

খাগড়াপুর মহিলা কল্যাণ সমিতি পার্বত্য চট্টগ্রামের গ্রামীণ জনসাধারনের সামাজিক জীবন যাত্রার মানে একটি ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে আগ্রহী। কেএমকেএস এর ইচ্ছা ও প্রচেষ্টা হচ্ছে সর্বদা ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল দ্ররিদ্র জনগোষ্ঠীর পাশে দাড়াঁনো। এই সংগঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সফল করার জন্য সমাজের সকল স্তরের জনগনের একান্ত সহযোগিতা প্রয়োজন।

আইনগত বৈধতাঃ মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, রেজি নং- মবিঅ-২৩/৯৯, তারিখ- ০৮/০৪/১৯৯৯ এবং বাংলাদেশ এনজিও বিষয়ক ব্যুরো প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, রেজি নং- ১৮৯৪, তারিখ- ১৩/১২/২০০৩।

প্রতিষ্ঠার সময়কালঃ ১২ মার্চ ১৯৯৩।

সংস্থার লক্ষ্যঃ আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন এবং দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামীণ জনসাধরণ বিশেষতঃ নারী ও শিশুদেরকে উন্নয়নের মূল ধারায় এনে ক্ষমতায়ণ ও প্রতিষ্ঠিত করা।

সংস্থার উদ্দেশ্যঃ জনগণের জন্য শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবার কল্যাণ, বিশুদ্ধ পানি ও পয়:নিস্কাশন ব্যবস্থাসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধাদি নিশ্চিতকরণে ভূমিকা রাখা।

সংস্থার স্বপ্নঃ দারিদ্র মুক্ত ও সমতা ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা, যেখানে শান্তিবিরাজ করবে ন্যায্যতার ভিত্তিতে।

সংস্থার লক্ষিত জনগোষ্ঠীঃ সংস্থার মূল লক্ষিত জনগোষ্ঠী হচ্ছে- পার্বত্য এলাকার দরিদ্র, হতদরিদ্র বেকার ও অসহায় মহিলা এবং শিশু।

- *পরিবারে, সমাজে ও রাষ্ট্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত কর, করতে হবে।*
- *সম্পত্তির উপর নারীদের উত্তরাধিকার নিশ্চিত কর, করতে হবে।*
- *তোমার আমার এক কথা, সব নারীর নিরাপত্তা।*

(১) নারী ক্ষমতায়ন প্রকল্প-

প্রকল্পের উদ্দেশ্য: নারী অধিকার বিষয়ে সচেতনতার পাশাপাশি সঞ্চয়ী মনোভাব সৃষ্টি করা ও স্বল্প সুদে ক্ষুদ্রঋণ প্রদানের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানে সহায়তা করা।
প্রকল্প এলাকা: খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলাধীন সদর উপজেলা ও মাটিরাঙ্গা উপজেলার গুমতি ইউনিয়ন।
দাতা সংস্থা: বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ, ঢাকা, বাংলাদেশ।
মেয়াদকাল: জানুয়ারী, ২০০০ হতে মার্চ, ২০০২।
বাজেট: ১,৯৬,০০০/- (এক লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার টাকা মাত্র)।
সুবিধাভোগীর সংখ্যা: ১৫০ জন নারী।
প্রকল্পের মাধ্যমে গৃহীত কার্যক্রম:

- নারীদের নিয়ে দল গঠন করা;
- দলের সদস্যদের মাঝে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নারী অধিকার, সঞ্চয় ইত্যাদি বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে উদ্বুদ্ধকরন করা;
- আয়-বর্ধনমূলক কার্যক্রমের জন্য স্বল্প সূদে লোন প্রদান করা;
- বিষয়ভিত্তিক সক্ষমতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ দান;

(২) উপ- আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা-

প্রকল্পের উদ্দেশ্য: ঝড়ে পড়া ও সুযোগবঞ্চিত শিশুদের শিক্ষার আওতায় নিয়ে আস এবং অভিভাবকদেরকেও এই কাজে অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা।
প্রকল্প এলাকা: ১ম পর্যায়ে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলাধীন মাটিরাঙ্গা উপজেলার গুমতি ইউনিয়ন। ২য় পর্যায়ে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলাধীন মহালছড়ি উপজেলার মাইসছড়ি ইউনিয়ন, গুইমারা উপজেলার সিন্ধুকছড়ি ইউনিয়ন, রামগড় উপজেলার হাফছড়ি ইউনিয়ন।
দাতা সংস্থা: ব্র্যাক, বাংলাদেশ।
মেয়াদকাল: জানুয়ারী, ২০০৩ হতে ডিসেম্বর, ২০০৫ (১ম পর্যায়) এবং জানুয়ারী ২০০৮ হতে ডিসেম্বর, ২০১৮ (২য় পর্যায়)।
বাজেট: ৭২,৪১,২৭২/- (বাহাত্তর লক্ষ একচল্লিশ হাজার দুইশত বাহাত্তর টাকা মাত্র)।
সুবিধাভোগীর সংখ্যা: ৫৫ টি বিদ্যালয়ের মোট ১,২১০ জন ছাত্র-ছাত্রী।
প্রকল্পের মাধ্যমে গৃহীত কার্যক্রম:

- প্রকল্পের কর্মীদের বিষয়ভিত্তিক দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ;
- মাসিক রিফ্রেসার্স;
- শিক্ষার্থীদের নিয়মিত পাঠদান;
- অভিভাবকদের নিয়ে শিক্ষা বিষয়ক সচেতনতামূলক সভা;
- বিদ্যালয়ের পাঠদান পরিদর্শন;

(৩) বসতবাড়ীর আঙ্গিনায় সবুজি চাষের মাধ্যমে আয়বর্ধনমুলক কর্মসূচী-

প্রকল্পের উদ্দেশ্য: নারীদের আধুনিক পদ্ধতিতে চাষাবাদে প্রশিক্ষণ দানসহ শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও নারী অধিকার বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে উদ্বুদ্ধ করা।

প্রকল্প এলাকা: মাটিরাঙ্গা উপজেলার গুমতি ইউনিয়ন, খাগড়াছড়ি সদর উপজেলার পেরাছড়া ইউনিয়ন ও ভাইবোনছড়া ইউনিয়ন।

দাতা সংস্থা: রয়েল ডেনিস এ্যাম্বেসি (ডানিডা)

মেয়াদকাল: জানুয়ারী, ২০০৪ হতে জানুয়ারী, ২০০৫।

বাজেট: ১০,৬৫,৩০৫/- (দশ লক্ষ পঁয়ষট্টি হাজার তিনশত পাঁচ টাকা মাত্র)

সুবিধাভোগীর সংখ্যা: ৩৯০ টি পরিবারের ১০০ জন নারী সদস্য।

প্রকল্পের মাধ্যমে গৃহীত কার্যক্রম:

- প্রকল্প এলাকা ও সুবিধাভোগী নির্বাচন;
- প্রকল্প কর্মী ও সুবিধাভোগীদের দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান;
- সবজি চাষের জন্য প্লট বাছাই ও প্রস্তুতকরণ;
- সবজি চাষের জন্য বীজ, কোদাল, নিড়ানী কাচি ইত্যাদি প্রদান;
- কৃষকদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষে মাঠ দিবস উদযাপন;
- অভিজ্ঞতা বিনিময় ও শিক্ষা সফর;
- কর্মী ও সুবিধাভোগীদের নিয়ে সমন্বয় সভা আয়োজন;
- কৃষি মেলা ও সফল কৃষক সন্মাননা;
- নারী অধিকার বিষয়ক সেমিনার ও সন্মেলন;

(৪) জন-সমষ্টি ক্ষমতায়ন ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন-

প্রকল্পের উদ্দেশ্য: স্থানীয় জনগণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি, আত্মবিশ্বাস ও আত্মনির্ভরশীলতা সৃষ্টি করা। ক্ষুদ্র প্রকল্প তৈরী ও বাস্তবায়নে সহযোগিতা প্রদান করা এবং বিদ্যমান সুযোগ-সুবিধাসমূহ গ্রহনের মাধ্যমে স্থানীয় জনসাধারনকে ক্ষমতায়নের সুযোগ করে দেয়া।

প্রকল্প এলাকা: খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার মহালছড়ি উপজেলা।

দাতা সংস্থা: সিএইচটিডিএফ-ইউএনডিপি।

মেয়াদকাল: ১৭ মে, ২০০৫ হতে ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০১৩।

বাজেট: ৩,৮৫,৩৯,৩৩১/- (তিন কোটি পঁচাশি লক্ষ উনচল্লিশ হাজার তিনশত একত্রিশ টাকা মাত্র)

সুবিধাভোগীর সংখ্যা: মহালছড়ি উপজেলার ১৪৭ টি পাড়া উন্নয়ন কমিটি ও ৫৫ টি পাড়া নারী উন্নয়ন দলের ৩৫,৩৯১ জন।

প্রকল্পের মাধ্যমে গৃহীত কার্যক্রম:

- ১৪৭ টি পাড়া উন্নয়ন কমিটি (পিডিসি) ও ৫৫ টি পাড়া নারী উন্নয়ন দল (পিএনডিজি) গঠন;
- পিডিসি ও পিএনডিজি'র সদস্যদের সংগঠন পরিচালনা ও প্রকল্প সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান;

- পিডিসি ও পিএনডিজিকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য কমিটি পরিচালনা নীতিমালা, সঞ্চয় ব্যবস্থাপনা নীতিমালা, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা নীতিমালা ইত্যাদি নীতিমালা প্রনয়ণে সহায়তা;
- পিডিসি ও পিএনডিজি'র সভা আয়োজনে সহায়তা;
- প্রকল্প প্রস্তাবনা তৈরী ও বাস্তবায়নে পিডিসি ও পিএনডিজি কমিটিকে সহায়তা;
- বিদ্যমান সরকারী-বেসরকারী সুযোগ-সুবিধাসমূহ নিশ্চিতকরণের লক্ষে সংশ্লিষ্ট লাইন ডিপার্টমেন্টের সাথে সংযুগ স্থাপন করে দেয়া;
- কর্ম-অভিজ্ঞতা বিনিময়ের জন্য শিক্ষা সফর আয়োজন;
- ইউনিয়ন সহায়তা কমিটি ও উপজেলা সহায়তা কমিটি'র সভা আয়োজনে সহায়তা;
- রাইস ব্যাংক পরিচালনায় দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষন দান;
- ইউনিয়ন সহায়তা কমিটি ও উপজেলা সহায়তা কমিটিকে প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণে সহায়তা;
- জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস উদযাপন;
- কৃষি মেলা আয়োজন;
- সরকারী-বেসরকারী সংস্থার প্রতিনিধিদের নিয়ে ইউনিয়ন ও উপজেলা পর্যায়ে তথ্য আদান-প্রদান বিষয়ক কর্মশালা আয়োজন;
- অভিজ্ঞতা বিনিময় কর্মশালা আয়োজন;
- মাশরুম ও মৌমাছি চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণদান এবং মাশরুম ও মৌমাছি চাষের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রি সরবরাহ;
- উৎপাদক ও ক্রেতার মধ্যে সংযোগ স্থাপনে সহায়তা;
- বনায়ন ও ফলদ বাগান স্থাপনের লক্ষে নার্সারী স্থাপনে সহায়তা;
- প্রাকৃতিক পরিবেশ সুরক্ষার লক্ষে বৃক্ষরোপন;

(৫) সুশাসনের লক্ষে পার্বত্য নারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি-

প্রকল্পের উদ্দেশ্য: নারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা যাতে স্থানীয় পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় এবং শাসন কাঠামোয় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে। পার্বত্য নারীদের আর্থসামাজিক উন্নয়নের উপর একটি গবেষণা পরিচালনা করা এবং তৃণমূল পর্যায়ে নারী অধিকার বিষয়ে নারীদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

প্রকল্প এলাকা: খাগড়াছড়ি, বান্দরবান ও রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার সদর উপজেলাসমূহ।

দাতা সংস্থা: টেবটেব্বা ফাউন্ডেশন ও ক্রিশ্চিয়ান এইড- বাংলাদেশ।

মেয়াদকাল: জানুয়ারী, ২০০৬ হতে মার্চ, ২০১১।

প্রকল্পের বাজেট: ১,৬৮,২৫,২৫৫/- (এক কোটি আটষট্টি লক্ষ পঁচিশ হাজার দুইশত পঞ্চান্ন টাকা মাত্র)।

সুবিধাভোগীর সংখ্যা: স্থানীয় বেসরকারী ও সামাজিক সংস্থায় কর্মরত ১,৮৩০ জন নারী।

প্রকল্পের মাধ্যমে গৃহীত কার্যক্রম:

- নারী সহিংসতা প্রতিরোধের লক্ষে এ্যাডভোকেসী ও নেটওয়ার্কিং বিষয়ক কর্মশালা;

- ডকুমেন্টেশন ও মৌলিক সাংবাদিকতার উপর আঞ্চলিক পর্যায়ে প্রশিক্ষণ;
- ইংরেজী ভাষায় দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষে প্রশিক্ষণ কোর্স;
- স্থানীয় বেসরকারী সংস্থার সাথে অভিজ্ঞতা বিনিময় সভা;
- নারী অধিকার ও জেন্ডার সংবেদনশীলতা, নেতৃত্ব দক্ষতা বৃদ্ধি উপর স্থানীয় পর্যায়ে দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ;
- নারী সহিংসতার তথ্য সংগ্রহের জন্য ডকুমেন্টেশন গ্রুপ গঠন ও গ্রুপের সদস্যদের দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণদান;
- কমিউনিটি অর্গানাইজিং, মানবাধিকার ও এ্যাডভোকেসী বিষয়ে স্থানীয় পর্যায়ে প্রশিক্ষণদান;
- তিন পার্বত্য জেলার নারী নেত্রী ও নারী অধিকার কর্মীদের নিয়ে কমিটি (ওইমেন রিসোর্স নেটওয়ার্ক) গঠন এবং কমিটির সদস্যদের সংগঠন পরিচালনায় দক্ষতা বৃদ্ধি ও নেতৃত্ব বিকাশ প্রশিক্ষণদান;
- নারী অধিকার কর্মীদের নিয়ে অভিজ্ঞতা বিনিময় কর্মশালা;
- ওইমেন রিসোর্স নেটওয়ার্কের সাংগঠনিক কার্যক্রম পরিচালনায় সহায়তা;
- সহিংসতা শিকার নারীর ন্যায় বিচার প্রাপ্তির লক্ষে সাংবাদিক সম্মেলন, মানব বন্ধন, লবি ও এ্যাডভোকেসী;
- পার্বত্য নারী সম্মেলন আয়োজন;
- প্রথাগত বিচার ব্যবস্থার উপর গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা;
- নারী অধিকার বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক সভা;
- সহিংসতা শিকার নারীদের তথ্য সংগ্রহ, চিকিৎসা সেবা ও আইনি সহায়তা প্রদান;
- নারীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষে গবেষনা কার্যক্রম পরিচালনা;
- নারী অধিকার বিষয়ক পোষ্টার প্রকাশনা;
- নারী নেতৃত্ব বিকাশের লক্ষে বিভিন্ন পর্যায়ের নারীদের দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ দান;
- ঢাকা ফ্যাসিলিটেশন সেন্টারের মাধ্যমে পার্বত্য এলাকার এনজিওদের এনজিও বিষয়ক ব্যুরো, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ও জাতীয়-আন্তর্জাতিক বিভিন্ন দাতা সংস্থার সাথে যোগাযোগে সহায়তা;
- হেডম্যান, কার্বারী ও স্থানীয় নেতৃবৃন্দকে জেন্ডার সংবেদনশীলতার জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষন প্রদান;

(৬) সুশাসন ও টেক্সই উন্নয়নে পার্বত্য জনগণের অংশগ্রহণ-

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ স্থানীয় জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নে সুষ্ঠু পরিকল্পনা গ্রহণের মাধ্যমে সুশাসন ও টেক্সই উন্নয়নের মাধ্যমে জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি করা।

প্রকল্প এলাকাঃ খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলাস্থ মহালছড়ি উপজেলার সিন্দুকছড়ি ইউনিয়ন।
দাতা সংস্থাঃ রয়েল ডেনিস এ্যাম্বেসি (ডানিডা) জাবারাং কল্যান সমিতির নেতৃত্বে।
মেয়াদকালঃ জুলাই, ২০০৬ হতে জুন, ২০১০।

বাজেটঃ ৭০,৫১,১২৮/- (সত্তর লক্ষ একান্ন হাজার একশত আটাশ টাকা মাত্র)।
সুবিধাভোগীর সংখ্যাঃ ১০ টি গ্রামে বসবাসরত ৬২১ টি পরিবারের জনগোষ্ঠী।
প্রকল্পের মাধ্যমে গৃহীত কার্যক্রমঃ

- ১০ টি পাড়া উন্নয়ন কমিটি (পিডিসি) গঠন এবং কমিটির সদস্যদের দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণদান;
- নারী গ্রুপ- ১০ টি, যুব গ্রুপ -১০ টি, শিশু কিশোর গ্রুপ-১০ টি, দিন মজুর গ্রুপ- ১০টি গঠন এবং উক্ত গ্রুপের সদস্যদের দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ ও সভা আয়োজনে সহায়তা;
- জাতীয়-আন্তর্জাতিক দিবস উপলক্ষে বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ;
- পাড়া উন্নয়ন কমিটির সদস্য ও নারী গ্রুপের সদস্যদের "দারিদ্র্যতা ও উন্নয়ন" বিষয়ে প্রশিক্ষণদান;
- ১০ টি পাড়ার প্রতিটি পাড়ায় রিসোর্স সেন্টার নির্মাণ;
- প্রতিটি পাড়ার জন্য অংশগ্রহণমূলক দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রনয়ণ;
- স্থায়ীত্বশীল উন্নয়ন, সংগঠন বিশ্লেষন ও উন্নয়ন পরিকল্পনা, পরিবেশ ও প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা, জেন্ডার এবং লার্নিং নীড এসেসম্যান্ট বিষয়ে প্রশিক্ষণ মডিউল তৈরী এবং বিদ্যমান কমিটির সদস্যদের বিভিন্ন সেক্টরে উক্ত বিষয়ে প্রশিক্ষণদান;
- মানবাধিকার, রাষ্ট্রীয় আইন ও প্রথাগত আইন, পারিবারিক আইন, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষনদান;
- গরীব, অসহায়, ভূমিহীন নারী ও শিশুকে আইনি সহায়তা;
- পাড়া পর্যায়ে পরিকল্পিত কার্যক্রম বাস্তবায়নে সহায়তা করা;
- কর্ম-অভিজ্ঞতা বিনিময়ের জন্য শিক্ষা সফরের আয়োজন;
- দুযোর্গ ব্যবস্থাপনার লক্ষে সহায়তা;
- স্থানীয় নেতৃত্ব (ইউপি চেয়ারম্যান, মেম্বার, হেডম্যান ও কার্বারী)'কে তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য বিষয়ে প্রশিক্ষণদান;
- স্থানীয় নেতৃত্ব (ইউপি চেয়ারম্যান, মেম্বার, হেডম্যান ও কার্বারী)'দের সাথে প্রকল্পের কার্যক্রম বিষয়ে পরামর্শ সভা;

(৭) জনসমষ্টি স্বাস্থ্য উন্নয়ন কর্মসূচী-

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ লক্ষিত জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষে উদ্বুদ্ধকরণ ও প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের মাধ্যমে মা ও শিশু মৃত্যুহার রোধ করা।
প্রকল্প এলাকাঃ খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার মাটিরাঙ্গা উপজেলাস্থ গুমতি ইউনিয়নের হাজাপাড়া, কাচঁকাউ পাড়া ও রোয়াজা পাড়া।
দাতা সংস্থাঃ বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন।
মেয়াদকালঃ জানুয়ারী হতে ডিসেম্বর, ২০০৯ এবং জানুয়ারী, ২০১৩ হতে ডিসেম্বর, ২০১৫।
বাজেটঃ ৭,৭৫,০০০/- (সাত লক্ষ পঁচাত্তর হাজার টাকা মাত্র)।
সুবিধাভোগীর সংখ্যাঃ ৩ টি গ্রামে বসবাসরত প্রায় ৬০০ জন জনগোষ্ঠী।

প্রকল্পের মাধ্যমে গৃহীত কার্যক্রম:

- মৌলিক স্বাস্থ্য শিক্ষা বিষয়ে প্রশিক্ষণ;
- ৩ টি পাড়ায় ৩ টি কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপন;
- ধাত্রী প্রশিক্ষণ প্রদান;
- প্রশিক্ষিত ধাত্রীদের কীট বস্ত্র প্রদান;
- মশারি বিতরণ;
- রিং স্ল্যাপ বিতরণ;
- স্বাস্থ্য শিক্ষা বিষয়ক পথ নাটক প্রদর্শন;
- কিশোরীদের স্বাস্থ্য সচেতনতামূলক উদ্বুদ্ধকরন সভা;
- প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা প্রদান ও বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ;

(৮) নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ কার্যক্রম-

প্রকল্পের উদ্দেশ্য: নারীর প্রতি সহিংসতা রোধ ও নারী অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে চট্টগ্রাম অঞ্চলের নারী সংগঠনসমূহের দক্ষতা বৃদ্ধি করা এবং সহিংসতা শিকার নারীদের আত্ম কর্মসংস্থানে সহায়তা করা।

প্রকল্প এলাকা: ১ম পর্যায়ে খাগড়াছড়ি সদর উপজেলা, রাঙ্গামাটি সদর উপজেলা, বান্দরবান সদর উপজেলা, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকা ও কক্সবাজার জেলার চকরিয়ার উপজেলা এবং ২য় পর্যায়ে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার সদর উপজেলা ও কক্সবাজার জেলার চকরিয়া উপজেলা।

দাতা সংস্থা: জুম্মনেট, জাপান।

মেয়াদকাল: জুলাই, ২০১০ হতে জুন, ২০১৩ (১ম পর্যায়) এবং জানুয়ারী, ২০১৪ হতে ফ্রেব্রুয়ারী, ২০১৭ (২য় পর্যায়)।

বাজেট: ৬৪,৫৮,২০০/- (চৌষট্টি লক্ষ আটান্ন হাজার দুইশত টাকা মাত্র)

সুবিধাভোগীর সংখ্যা: ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) জন নারী, শিশু ও পুরুষ।

প্রকল্পের মাধ্যমে গৃহীত কার্যক্রম:

১. নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধের লক্ষে বিভিন্ন পর্যায়ের প্রতিনিধিদের সাথে সমন্বয় সভা-

ক্রম	কার্যক্রমের নাম	সংখ্যা
০১	দুর্বার নেটওয়ার্ক, চট্টগ্রাম অঞ্চল এর ৩৮টি সংগঠনের সদস্যদের নিয়ে ৫টি জেলা পর্যায়ে সমন্বয় সভা।	১৩৫টি
০২	৫টি জেলায় বিভিন্ন পেশাজীবি ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত ''নারী **নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটি''র** সদস্যদের নিয়ে সমন্বয় সভা।	২৫টি
০৩	৫টি জেলার দুর্বার নেটওয়ার্কের জেলা প্রতিনিধিদের নিয়ে আঞ্চলিক পর্যায়ে সমন্বয় সভা।	৬টি
০৪	রাজনৈতিক নেতৃত্ব, চিকিৎসক, পুলিশ প্রশাসনের প্রতিনিধি, আইনজীবি, সাংবাদিক, সরকারী কর্মকর্তা, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি এবং নারী নেত্রীদের নিয়ে সমন্বয় সভা।	১৪টি

০৫	নারী অধিকার কর্মী ও মানবাধিকার কর্মীদের নিয়ে ত্রৈমাসিক সমন্বয় সভা।	১২টি
০৬	প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির সভা।	৬টি
০৭	বার্ষিক কার্যক্রমের পরিবীক্ষন ও মূল্যায়ণ সমন্বয় সভা।	৩টি

২. সচেতনতামূলক সভা-
- সকল পর্যায়ে নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধের লক্ষে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের ছাত্র-ছাত্রী এবং কমিউনিটি পর্যায়ে সংগঠনের সদস্যদের নিয়ে সচেতনতামূলক সভা- ৩০টি।
- ইউনিয়ন পর্যায়ে বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ, ইভটিজিং, যৌতুক ও মাদক বিরোধী উদ্বুদ্ধকরণ সভা- ১ টি।

৩. ''নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধের লক্ষে "প্রথাগত প্রধান (কার্বারী ও হেডম্যান) এবং ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান-মেম্বারদের করনীয়" বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা- ১২ টি।

৪. "নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে আইনগত পদক্ষেপ ও প্রথাগত নেতৃবৃন্দের করণীয়" শীর্ষক সেমিনার- ১টি।

৫. সহিংসতা শিকার নারীর আত্ম-কর্মসংস্থানের লক্ষে আর্থিক সহযোগিতা-
- সহিংসতা শিকার নারীর তথ্য সংগ্রহ, চিকিৎসা সেবা প্রদান ও আইনি সহায়তার পাশাপাশি আত্ম-কর্মসংস্থানের লক্ষে গরীব ও অসহায় নারীকে আর্থিক সহযোগিতা প্রদান- ১৮ জন।

৬. দিবস উদযাপন (৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস, ১৫ অক্টোবর গ্রামীণ নারী দিবস, ২৫ নভেম্বর নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক প্রতিবাদ দিবস এবং ৯ ডিসেম্বর রোকেয়া দিবস)-
- প্রকল্পের অন্যান্য কার্যক্রমের পাশাপাশি জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত নারী অধিকার সংক্রান্ত দিবসমূহ যথাযোগ্য মর্যাদায় জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের সাথে সমন্বয় করে সংশ্লিষ্ট সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে যৌথভাবে প্রতি বছর পালন করা হয়। দিবসকে ঘিরে র‍্যালি, আলোচনা সভা, সম্মাননা প্রদান, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং দিবসের পটভূমি সম্পর্কে তৃনমুল পর্যায়ে তুলে ধরা হয়।

৭. সহিংসতা শিকার নারীর তথ্য সংগ্রহ এবং আইনগত ও চিকিৎসা সেবা সহায়তা-
- সহিংসতা শিকার নারীর তথ্য সংগ্রহঃ সংস্থার পক্ষ থেকে সরেজমিন ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে সহিংসতা শিকার নারী ও শিশুর প্রকৃত তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

সংস্থার ডকুমেন্টেশন গ্রুপ ও ওমেন রিসোর্স নেটওয়ার্ক-এর সদস্যদের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকা থেকে যে সকল তথ্য সংগৃহিত হয়েছে তা নিম্নে প্রদত্ত হল-

সময়কাল	এলাকা	নির্যাতনের ধরন	সংখ্যা
জুলাই, ২০১০ হতে জুন, ২০১৩	তিন পার্বত্য জেলা ও চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকা ও চকরিয়া উপজেলা।	জোরপূর্বক ধর্ষণ, ধর্ষণের পর হত্যা, ধর্ষণের চেষ্টা, যৌতুকের জন্য নির্যাতন, পারিবারিক কলহের জন্য হত্যা করা, প্রলোভন দেখিয়ে প্রতারণা, ভুমি নিয়ে নির্যাতন ও হত্যা ইত্যাদি।	২৫৩টি
জানুয়ারী, ২০১৪ হতে ডিসেম্বর, ২০১৭	খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা		৫৮টি
	চকরিয়া উপজেলা।		৭১টি

- আইনগত ও চিকিৎসা সেবা সহায়তাঃ সহিংসতা শিকার নারীর তথ্য সংগ্রহের পাশাপাশি তারা যাতে ন্যায় বিচার পায় সেই লক্ষে তাদের পাশে থেকে আইনগত সহায়তা ও চিকিৎসা সেবা দেয়া হয়। ২০১১ সাল হতে ২০১৬ সাল পর্যন্ত মোট ২৬ জন ভিকটিমকে আইনগত সহায়তা দেয়া হয়। তারমধ্যে বর্তমানে বিচারাধীন- ১৬টি, খারিজ- ৬টি এবং রায়- ৪ টি।

(৯) প্রান্তিক পর্যায়ে স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে জন-উদ্যোগ-

প্রকল্পের উদ্দেশ্য: লক্ষিত জনগোষ্ঠীর মাঝে স্বাস্থ্য বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার মাধ্যমে মা ও শিশু মৃত্যু হার কমানো।
প্রকল্প এলাকা: খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার মহালছড়ি উপজেলা।
দাতা সংস্থা: ইউএনডিপি-সিএইচটিডিএফ।
মেয়াদকাল: মে, ২০১১ হতে ফেব্রুয়ারী, ২০১২।
বাজেট: ৭,১০,৬০০/- (সাত লক্ষ দশ হাজার ছয়শত টাকা মাত্র)।
সুবিধাভোগীর সংখ্যা: ১০ টি পাড়ায় বসবাসরত প্রায় ৭৮৫ টি পরিবারের জনগোষ্ঠী।
প্রকল্পের মাধ্যমে গৃহীত কার্যক্রম:

- স্যাটেলাইট ক্লিনিক ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন এবং কমিটির কার্যক্রম পরিচালনায় সহায়তা ও দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান;
- স্বাস্থ্য বিষয়ক কার্যক্রম পরিচালনাকারী সংস্থাসমূহের প্রতিনিধিনের অংশগ্রহণে ইউনিয়ন ও উপজেলা পর্যায়ে সমন্বয় সভা;
- স্যাটেলাইট ক্লিনিক ব্যবস্থাপনা কমিটির স্থায়ীত্বশীলতা পরিকল্পনা প্রনয়ণে সহায়তা;
- স্যাটেলাইট ক্লিনিক ব্যবস্থাপনা কমিটির বাৎসরিক কর্ম-পরিকল্পনা প্রনয়ণে সহায়তা;

- স্যাটেলাইট ক্লিনিক ব্যবস্থাপনা কমিটির বর্তমান অবস্থা নিরূপনে অংশগ্রহণমূলক মূল্যায়ন কর্মশালা;
- কমিটির সদস্যদের জেন্ডার সংবেদনশীলতা ও উন্নয়ন কার্যক্রম বিষয়ে প্রশিক্ষণদান;
- স্বাস্থ্য শিক্ষা বিষয়ক সচেতনতামূলক সভা;
- মোবাইল মেডিক্যাল টীমের মাধ্যমে সাপ্তাহিক চিকিৎসা সেবা প্রদান ও স্বল্প মূল্যে ঔষধ সরবরাহ;

(১০) খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার প্রান্তিক ও অনগ্রসর যুব নারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি-

প্রকল্পের উদ্দেশ্য: প্রান্তিক ও অনগ্রসর যুব নারীদের জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালাসহ নারী অধিকার বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা।
প্রকল্প এলাকা: খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার সদর উপজেলা।
দাতা সংস্থা: ইন্টারন্যাশনাল ইন্ডিজেনাস উইমেন্স ফোরাম।
মেয়াদকাল: জুন হতে আগষ্ট, ২০১১।
বাজেট: ৩,৪০,০০০/- (তিন লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা মাত্র)।
সুবিধাভোগীর সংখ্যা: ৫০ জন যুব নারী।
প্রকল্পের মাধ্যমে গৃহীত কার্যক্রম:

- প্রান্তিক ও অনগ্রসর যুব নারীদের জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালাসহ নারী অধিকার বিষয়ে সচেতনটা বৃদ্ধিকরণ প্রশিক্ষণ;
- স্থানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহে কর্মরত যুব নারীদের নেতৃত্ব বিকাশে সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রশিক্ষণ;
- তৃণমূল পর্যায়ের যুব নারীদের নেতৃত্ব বিষয়ক অভিজ্ঞতা বিনিময় কর্মশালা;
- প্রকল্পের কার্যক্রম ও ফলাফলকে নিয়ে মিডিয়া কর্মী দ্বারা বিশ্লেষনধর্মী ডকুমেন্টেশন;

(১১) ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ টু প্রোমোট ট্রান্সফরমিং অফ ইয়োথ এন্ড এডোলেসেন্ট (দীপ্ত)-

প্রকল্পের উদ্দেশ্য: দরিদ্র, পিছিয়ে পড়া এবং সম্ভাবনাময় যুবক ও যুব মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থানের জন্য অনুকুল পরিবেশ ও সহায়তা নিশ্চিত করা। যাতে সংশ্লিষ্ট যুব-যুবতীরা অর্জিত দক্ষতা ও সহায়ক পরিবেশকে কাজে লাগিয়ে নিজেদের কর্মসংস্থান করতে সক্ষম হয়। এছাড়া একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়ায় প্রকল্পভূক্ত সকলকে মানবাধিকার ও সুশাসন বিষয়ে সচেতন ও উদ্যোগী করে তোলা।
প্রকল্প এলাকা: খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার সদর উপজেলা ও মহালছড়ি উপজেলা।
দাতা সংস্থা: মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন।
মেয়াদকাল: জুলাই, ২০১১ হতে জুন, ২০১৩।
বাজেট: ১৩,৬২,১০০/- (তের লক্ষ বাষট্টি হাজার একশত টাকা মাত্র)।
সুবিধাভোগীর সংখ্যা: ১২০ যুব-নারী এবং ৮০ যুবক মোট ২০০ জন।

প্রকল্পের মাধ্যমে গৃহীত কার্যক্রমঃ

- ৬ টি যুব-নারী দল এবং ৮ টি যুবক দল মোট ১০ টি দল গঠন;
- দলের সদস্যদের সাথে সাংগঠনিক কার্যক্রম ও সচেতনতামূলক সভা;
- দলের সদস্যদের তথ্য অধিকার, মানবাধিকার, নারী অধিকার ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণদান;
- কর্মমূখী ও দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক (নার্সারী ব্যবস্থাপনা, ব্লক-বাটিক ও বুটিক, মাফলার ও ব্যাগ বুবন, বিউটিফিকেশন, মোবাইল সার্ভিসিং, মৎস্য চাষ, গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগী পালন, সেলাই, মাশরুম চাষ) প্রশিক্ষণদান;
- ক্ষুদ্র প্রকল্প বাস্তবায়নে সুদবিহীন লোন প্রদান;
- যুব দিবস উদযাপন;

(১২) পার্বত্য অঞ্চলে বিকল্প উন্নয়নের জন্য কর্ম-গবেষণা ও সুশাসনের জন্য সক্ষমতা বৃদ্ধি-

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ পার্বত্য অঞ্চলের সকল জনগোষ্ঠীর জন্য একটা সম্মৃদ্ধ আত্মনির্ভরশীল, স্বশাসিত ও ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করা যেখানে তারা শান্তি ও মর্যাদার সাথে বসবাস করতে পারবে।

প্রকল্প এলাকাঃ খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার সদর উপজেলা।

দাতা সংস্থাঃ ইইডি, জার্মানী (জুলাই ২০১১ হতে জুন ২০১৪) এবং ব্রেড ফর ডি ওয়ার্ল্ড, জার্মানী (জুলাই ২০১৪ হতে জুন ২০২০), সিআইপিডি'র নেতৃত্বে।

মেয়াদকালঃ জুলাই, ২০১১ হতে জুন ২০২০।

বাজেটঃ ৪,০৫,৬৬,৫২৪/- (চার কোটি পাঁচ লক্ষ ছেষট্টি হাজার পাঁচশত চব্বিশ টাকা মাত্র)

প্রকল্পের মাধ্যমে গৃহীত কার্যক্রমঃ

জুলাই ২০১১ হতে জুন ২০১৪

ক্র. নং	কার্যক্রম	সংখ্যা
১.	অংশগ্রহনমূলক শিক্ষণ প্রয়োজনীয়তা যাচাই শীষক কর্মশালা	১ টি
২.	উন্নয়ন সহায়কদের জন্য প্রশিক্ষণ	২ টি
৩.	নারী নেতৃত্ব বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১ টি
৪.	গ্রাম উন্নয়ন সহায়কদের জন্য প্রশিক্ষণ	১ টি
৫.	উন্নয়ন সহায়কদের সমন্বয় সভা	৩ টি
৬.	তৃণমূল (গ্রাম) পর্যায়ের নারীদের প্রশিক্ষণ	৩ টি
৭.	সাংস্কৃতিক কর্মীদের সাথে কর্মশালা	১ টি
৮.	গ্রামবাসীদের সাথে গ্রাম সভা	৫৪ টি
৯.	গ্রাম পর্যায়ে কর্মশালা	৩০ টি
১০.	গ্রাম পর্যায়ে পিএআর কর্মশালা	৩ টি
১১.	গ্রাম পর্যায়ে পিএসপি কর্মশালা	৩ টি
১২.	অংশগ্রহনমূলক কৌশলগত কর্মগবেষনা ও কৌশলগত কর্মপরিকল্পনার জন্য প্রস্তুতি মিটিং	১ টি

জেন্ডার সমতা ও নারীর ক্ষমতায়ন-		
১৩.	জেলা পর্যায়ে নারী নেত্রীদের নিয়ে মাসিক সমন্বয় সভা	২৮ টি
১৪.	নারী সম্মেলন	১ টি
১৫.	ইস্যু ভিত্তিক কর্মশালা	৩ টি
১৬.	নারীর প্রতি সহিংসতার তথ্য ডক্যুমেন্টেশন	২৮ টি
১৭.	লিগ্যাল এইড, মিডিয়া, চিকিৎসা, পরামর্শ, সুশীল সমাজ মবিলাইজেশান ইত্যাদি সেবা প্রদান	৩৪ টি
পলিসি এডভোকেসী-		
১৮.	এনজিওদের মধ্যে সহযোগিতার সমন্বয় সভা	১১ টি
সমাজে শান্তি ও সম্প্রীতির জন্য সক্ষমতা বৃদ্ধি-		
১৯.	এলসিপির পরিচিতিমূলক কর্মশালা	৪ টি
২০.	এলসিপির রিফ্রেসার্স কর্মশালা	৪ টি
২১.	রূপকল্প প্রণয়ন কর্মশালা	২ টি
স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে এডভোকেসী-		
২২.	জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক দিবস উদযাপন (বিশ্ব নারী দিবস এবং নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ, গ্রামীন নারী দিবস উদযাপন)	১০ টি

জুলাই ২০১৪ হতে ডিসেম্বর ২০১৭

ক্র. নং	কার্যক্রম	সংখ্যা
ক.	**গ্রাম সহায়ক ও নেতৃত্বের জন্য সক্ষমতা বৃদ্ধি**	
১.	গ্রাম সহায়ক ও নেতৃবৃন্দের জন্য প্রশিক্ষণ/রিফ্রেসার্স	৩ টি
২.	গ্রাম পর্যায়ে স্থানীয় সম্পদ মানচিত্র তৈরীর শীর্ষক কর্মশালা	৭ টি
খ.	**সামাজিক শান্তি ও জেন্ডার ন্যায্যতা**	
১.	সমাজকর্মীদের জন্য প্রশিক্ষণ/রিফ্রেসার্স	৪ টি
২.	এলসিপি সম্পর্কে পরিচিতিমূলক কর্মশালা/প্রশিক্ষণ/রিফ্রেসার্স	১ টি
গ.	**জেন্ডার সমতা ও নারীর ক্ষমতায়নঃ**	
১.	জেলা পর্যায়ে নারী নেত্রীদের নিয়ে মাসিক সমন্বয় সভা	৩৪ টি
২.	নারী সম্মেলন	১ টি
৩.	লিগ্যাল এইড, মিডিয়া, চিকিৎসা, পরামর্শ, সুশীল সমাজ মবিলাইজেশান ইত্যাদি সেবা প্রদান	১৩ টি
৪.	র‍্যালি মানব বন্ধন, সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ড	২ টি
৫.	ইস্যু ভিত্তিক সভা/কর্মশালা	১ টি
ঘ.	**পলিসি এডভোকেসী**	
১.	এনজিওদের মধ্যে সহযোগিতার সমন্বয় সভা	৬ টি
২.	স্বাস্থ্য বিষয়ক কর্মশালা	১ টি

ঙ.	গ্রাম পর্যায়ে উন্নয়নের জন্য কর্ম গবেষণা	
১.	সভা বা গ্রাম দলের কার্যক্রম পরিদর্শন	১৩২ টি
২.	গ্রাম পর্যায়ে গ্রাম সভা	৩০ টি
৩.	কর্মশালা বা গ্রামের কার্যক্রম পরিদর্শন	১৭ টি
চ.	জ্ঞান ব্যবস্থাপনা	
১.	লার্নি ও রিফ্লেকশন সেশান	৬ টি
২.	ওপেন স্পেস কনফারেন্স	১ টি
৩.	খেলা ধুলা ও সাংস্কৃতিক উৎসব	১ টি

(১৩) জেন্ডার ইস্যু এবং মাশরুম ও মৌমাছি চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মসূচী-

প্রকল্পের উদ্দেশ্য: প্রান্তিক নারীদের জেন্ডার বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির পাশাপাশি অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করার লক্ষে বিকল্প অর্থনৈতিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টির জন্য মাশরুম ও মৌমাছি চাষের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা।
প্রকল্প এলাকা: খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা।
দাতা সংস্থা: পার্বত্য জেলা পরিষদ, খাগড়াছড়ি ও ইউএনডিপি-সিএইচটিডিএফ।
মেয়াদকাল: ডিসেম্বর, ২০১২ হতে জুন, ২০১৩।
বাজেট: ৮,০০,০০০/- (আট লক্ষ টাকা মাত্র)।
সুবিধাভোগীর সংখ্যা: ১০৪ জন প্রান্তিক ও অনগ্রসর নারী।
প্রকল্পের মাধ্যমে গৃহীত কার্যক্রম:

- প্রশিক্ষণার্থী নির্বাচন;
- ৭২ জন প্রান্তিক ও অনগ্রসর নারীকে জেন্ডার সচেতনতা ও মাশরুম চাষ বিষয়ে প্রশিক্ষণদান;
- মাশরুম চাষ বিষয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের বিনামূল্যে মাশরুম বীজসহ মাশরুম চাষের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রি সরবরাহ এবং কারিগরী সহায়তা;
- ৩২ জন প্রান্তিক ও অনগ্রসর নারীকে জেন্ডার সচেতনতা ও মৌমাছি চাষ বিষয়ে প্রশিক্ষণদান;
- মৌমাছি চাষ বিষয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের বিনামূল্যে মৌমাছি চাষের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রি সরবরাহ এবং কারিগরী সহায়তা;
- উৎপাদিত পণ্য (মাশরুম ও মধু) বাজারজাতকরনের জন্য সহায়তা;

(১৪) পার্বত্য চট্টগ্রাম পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)-

প্রকল্পের উদ্দেশ্য: পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্যতা দূরীকরণে স্থানীয় প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণে উপ-প্রকল্পের মাধ্যমে গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন ও আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডের জীবন মান উন্নয়নে সুযোগ সৃষ্টি করা।
প্রকল্প এলাকা: খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলাস্থ মহালছড়ি ও রামগড় উপজেলার ৩৪টি পাড়ায় অবকাঠামো উন্নয়ন, ০১ টি মার্কেট শেড নির্মাণ, ০৩ টি পাড়ায় যাতায়াতের জন্য সড়ক নির্মাণ (ইট সোলিং)।

দাতা সংস্থা: এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (এডিবি) ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (তৃণমূল উন্নয়ন সংস্থার নেতৃত্বে)।
মেয়াদকাল: ২৪ ডিসেম্বর, ২০১৩ হতে ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৮।
বাজেট: ৫৯,৪৮,২৪১/- (উনষাট লক্ষ আটচল্লিশ হাজার দুইশত একচল্লিশ টাকা মাত্র)।
প্রকল্পের মাধ্যমে গৃহীত কার্যক্রম:

- পাড়া উন্নয়ন কমিটি (পিডিসি) গঠন/পুনঃগঠন- ৩৪টি;
- কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট কমিটি (সিডিসি) গঠন- ৪টি;
- পিডিসি সভা- ৫৪০টি;
- পাড়া প্রোফাইল তৈরী- ৩৮টি;
- প্রকল্প বিষয়ক ধারনা প্রদান সভা- ৩৮টি;
- গ্রামের সামাজিক মানচিত্র তৈরী- ৩৭টি;
- পাড়া পর্যায়ে পিআরএ প্রশিক্ষণ প্রদান- ৩৪টি;
- পাড়াম্যাপ বোর্ড স্থাপন- ৩৪টি;
- সমস্যা চিহ্নিতকরণ, উন্নয়নমূলক কাজ নির্বাচন ও সম্ভাব্যতা যাচাই- ৩৮টি;
- সংশ্লিষ্ট দাতা সংস্থা (এডিবি)'র অর্থায়নে পিডিসি কর্তৃক গৃহীত প্রকল্প বাস্তবায়নে সহায়তা। গৃহীত প্রকল্পসমূহ হচ্ছে- ব্রিক সলিং রাস্তা নির্মাণ- ৩,৯৮০ মিটার (মনাটেক-২,০৮০ মিটার এবং করল্যাছড়ি- ১,৯০০ মিটার), সেচ ড্রেন নির্মাণ- ৩,৬৮৫ মিটার (৮ টি গ্রামে), গভীর নলকূপ স্থাপন-৮০ টি (২১ টি গ্রামে), অগভীর নলকূপ স্থাপন- ১৩০ টি (১৮ টি গ্রামে), ইরিগেশনওয়েল স্থাপন- ৯ টি (৫ টি গ্রামে), ফুট ব্রিজ নির্মাণ- ৪ টি (২.৫ মিটার-১টি, ৯.৮মিটার-১টি, ১৮.৯ মিটার- ১টি ও ৮ মিটার-১টি), কালভার্ট নির্মাণ- ১টি (১.১৩ মিটার), পাওয়ার টিলার হস্তান্তর- ৫৬ টি (২৮ টি গ্রামে) ও পাম্প মেশিন হস্তান্তর- ৫৬ টি (২৮ টি গ্রামে), বাজার সেট নিমার্ণ- ১ টি (১৭১ স্কয়ার মিটার), আরসিসি সিঁড়ি নির্মাণ- ৩ টি (৩০, ৪০ ও ৬০ মিটার), গার্ডওয়াল নির্মাণ- ৪২৫ মিটার, এল ড্রেন নির্মাণ- ৮১০ মিটার এবং ডাবল ভেন বক্স কালভার্ট নির্মাণ- ১ টি।

(১৫) সহিংসতা শিকার নারী ও নারী শিশুর পুনঃর্বাসন সহায়তা-

প্রকল্পের উদ্দেশ্য: সহিংসতার শিকার নারী ও নারী শিশুদের সহযোগিতা করা।
প্রকল্প এলাকা: খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা।
দাতা সংস্থা: ইউএনডিপি-সিএইচটিডিএফ।
মেয়াদকাল: ০১ মে থেকে ৩০ নভেম্বর ২০১৬।
বাজেট: ৫,৩২,৫০০/- (পাঁচ লক্ষ বত্রিশ হাজার পাঁচশত টাকা মাত্র)।
সুবিধাভোগীর সংখ্যা: ৬১ জন নারী ও নারী শিশু।

প্রকল্পের মাধ্যমে গৃহীত কার্যক্রম:

- সহিংসতা শিকার নারীর তথ্য সংগ্রহ;
- সহিংসতা শিকার ভিকটিমকে নিরাপদ আশ্রয়ে সহায়তা (খাবার, পোশাক-পরিচ্ছদ ও আশ্রয়);
- ভিকটিমকে দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ;
- ভিকটীমকে ব্যাবসায়িক/ আত্ম-কর্মসংস্থানে কর্ম-পরিকল্পনা প্রনয়নে সহযোগিতা;
- ভিকটিমকে আত্মকর্মসংস্থানের লক্ষে স্বল্প পরিমানের আর্থিক সহায়তা;
- ভিকটিমকে পড়ালেখার জন্য ন্যূনতম আর্থিক সহায়তা;
- ভিকটিম পরিবারের সদস্য ও পার্শ্ববর্তী জনগোষ্ঠীকে কাউন্সেলিং;
- সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের সাথে অভিজ্ঞতা বিনিময় শেয়ারিং কর্মশালা;

কেইস স্টাডি-১

উন্নয়নের ছোঁয়ায় বদলে যাওয়া গ্রাম "যৌথ খামার ত্রিপুরা পাড়া"

পটভূমি: মহালছড়ি উপজেলাধীন ২৫২নং থলিপাড়া মৌজাভুক্ত একটি গ্রামের নাম যৌথখামার ত্রিপুরা পাড়া। মহালছড়ি উপজেলা সদর হতে প্রায় ৩ কিলোমিটার দূরে ১নং ইউনিয়নের ৯নং ওয়ার্ড-এ গ্রামটি অবস্থিত। ছোট ছোট পাহাড় ও সমতল ভুমির সমন্বয়ে প্রায় ২০০ একর জায়গা নিয়ে গঠিত যে খামার ত্রিপুরা পাড়া। বর্তমানে গ্রামে মোট ৭৫ পরিবারের ৩৩১ জন (নারী-১৫৬ জন ও পুরুষ-১৫৫ জন) ত্রিপুরা ও চাক্মা সম্প্রায়ের লোকজনের বসবাস । যে গ্রামের মানুষেরা এখন নাগরিক অনেক সুযোগ সুবিধা পেয়ে গ্রামে সম্পূর্ণ ক্ষুধা ও দারিদ্রমুক্ত শিক্ষিত একটি আর্দশ গ্রাম গড়ার স্বপ্ন নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে।

পূর্বে গ্রামের অর্থনৈতিক অবস্থা: যৌথখামার ত্রিপুরা পাড়া গ্রামের স্থায়ী বাসিন্দাদের মতে, তাদের গ্রামটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল প্রায় ১০০ বছর পূর্বে। পরবর্তীতে রাঙ্গামাটি কাপ্তাই বাঁধের কারণে উদ্বাস্তু ৪ পরিবারকে এই গ্রামে পূর্ণবাসন করা হয়। বর্তমানে যৌথ খামার ত্রিপুরা পাড়া গ্রামে চাক্মা সম্প্রদায়ের ১৭ পরিবার এবং ত্রিপুরা সম্প্রদায়ের ৫৮ পরিবার পারস্পরিক সুহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে বসবাস করে আসছে। যৌথখামার ত্রিপুরা পাড়াটি প্রতিষ্ঠার পর হতে গ্রামের অধিবাসীদের জিবিকা নির্বাহের প্রধান অবলম্বন ছিল জুম চাষ এবং বনজ সম্পদ। গ্রামের অধিকাংশ অধিবাসী বন হতে কাঠ এবং মানুষের খাবারযোগ্য শাক-সবজি ফলমূল সংগ্রহ করতেন এবং সেগুলো বাজারে বিক্রি করে পরিবার চালাতেন। দিনদিন জনসংখ্যা বেড়ে গেলে সেই আগের মত জুম.চাষের ভুমিও কমতে থাকে এমনকি আগের মত বনও নেই যেখান থেকে পরিবারের সকল প্রয়োজন মেটাবে। এভাবে গ্রামের পরিবারগুলোতে দেখা দেয় অভাব। গ্রামবাসীদের অতি কষ্টে উৎপাদিত ফসল আদা, হলুদ, কলা, আনারস ইত্যাদি বাজারজাত করতে পাহাড়, টিলা ও ছড়া পেরিয়ে দূর্গম পথ পাড়ি দিয়ে বাজারে নিয়ে আসতে হতো। কখনোবা এই সমস্ত ফসল বিক্রয় কেন্দ্রে সঠিক সময়ে ও স্বল্পব্যায়ে পৌছানো সম্ভব না হওয়ায় কৃষক ন্যায্যমূল্য হতে বঞ্চিত হতো। এছাড়াও গ্রামের অধিবাসীদের আয়বর্ধনমূলক কাজ জানা না থাকায় অর্থ উপার্জনেও সুবিধা করতে পারতোনা। তবে অর্থনৈতিক বা সামাজিক কাজে গ্রামের পুরুষদের পাশাপাশি নারীদেরও ছিলো সমান অংশগ্রহন।

পূর্বে গ্রামের শিক্ষার অবস্থা: গ্রামে শিক্ষিত মানুষ ছিল কম এবং উচ্চশিক্ষিত নেই বললেই চলে। দারিদ্রতার কারনে এবং সচেতনতার অভাবে শিশুদের স্কুলে না পাঠিয়ে পারিবারিক উপার্জন তথা জুমিয়া কাজে উৎসাহী করে তুলতেন। ফলে প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত থাকে। যেখানে শিক্ষার আলো থাকবেনা, সচেতনতা সৃষ্টির জন্য কোন উদ্যোগ থাকবেনা। সে জনগোষ্ঠী সব সময় নানান সমস্যায় জর্জরিত থাকবে সেটিই স্বাভাবিক।

পূর্বে গ্রামের স্বাস্থ্য সেবা: গ্রামে সুপেয় পানির সুবিধা না থাকায় দৈনন্দীন প্রয়োজনে নদী, ছড়ার কিংবা কুয়ার পানি ব্যাবহার করত এর ফলে ডাইরিয়া, আমাশয়, কলেরা, টাইফয়েটসহ পানিবাহিত রোগে আক্রান্ত হত গ্রামবাসীরা। এই রোগে আক্রান্ত হয়ে অনেক শিশু-বৃদ্ধের মৃত্যুও হয়েছে। দীর্ঘকাল থেকে গ্রামবাসীরা স্বাস্থ্যসেবার জন্য নির্ভর করে আসছে গ্রামের বৈদ্য বা কবিরাজের উপর। স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রতি তাদের আস্থা ছিলনা । তাই কোন শিশু জন্মের পর শিশুদের কোন টিকা দিতে উৎসাহীত করতেন না। যে কোন অসুখে ডাক্তারী চিকিৎসার পরিবর্তে গ্রাম্য বৈদ্য বা কবিরাজের মাধ্যমে চিকিৎসাই ছিলো বিশ্বাসযোগ্য প্রধান চিকিৎসা । হাসপাতাল যাওয়াটাকে ঝামেলার এবং এই চিকিৎসার উপর খুব একটা বিশ্বাস রাখতে পারেনা বলে হাসপাতাল মূখী নয় গ্রামবাসীরা।

সেবা প্রতিষ্ঠান এর মাধ্যমে উন্নয়ন যাত্রার পথ চলা: ২০০৩ সালে বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা ব্রাক মাইক্রোক্রেডিট প্রোগ্রাম নিয়ে কাজ করতে যায় সে গ্রামে। গ্রামবাসীদের নিয়ে একটি সমতি করা হয় অনেকে সমিতি'র সদস্য হিসেবে অর্ন্তভুক্ত হয়। সমিতির সদস্যদের মধ্যে মাসিক ১০ থেকে ৫০ টাকা সঞ্চয় জমা করতে শুরু করেন। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, মাস পাচেঁকের মধ্যে গ্রামের সকল সদস্য উক্ত মাইক্রোক্রেডিট সমিতি হতে বিভিন্ন অংকে ঋণ গ্রহন করে ঋণী হয়ে পড়েন। ঋণের টাকা আয়বর্ধনমূলক কাজে ব্যবহার না করা এবং করার কৌশল না জানার ফলে ঋণ গ্রহীতারা পরিশেষে তাদের অবশিষ্ট সম্ভল বিক্রি করে ঋণের টাকা পরিশোধ করতে বাধ্য হয়।

এর পরবর্তীতে ২০০৫ সালের ডিসেম্বর মাসের প্রথম দিকে "খাগড়াপুর মহিলা কল্যাণ সমিতি' নামে একটি বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা UNDP-CHTDF এর সহযোগিতায় Community Empowerment Project (CEP) শীর্ষক প্রকল্পের কার্যক্রম হাতে নিয়ে যৌথ খামার ত্রিপুরা পাড়ায় গিয়ে পাড়াবাসীদের সাথে প্রকল্পের কার্যক্রম, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে একটি সভা করে। এরই ধারাবাহিকতায় ৩ ডিসেম্বর ২০০৫ খ্রিষ্টাব্দে পাড়াবাসীদের নিয়ে "যৌথ খামার ত্রিপুরা পাড়া উন্নয়ন কমিটি" নামে ৯ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করে। কমিটি গঠনের পর কমিটি'র সদস্যদের ধারাবাহিকভাবে "পিডিসি ব্যবস্থাপনা, পাড়া উন্নয়ন পরিকল্পনা, পাড়া সম্পদ মানচিত্র অংকন, তথ্য বিনিময় কর্মশালা, পশু পালন ব্যবস্থাপনা, হলুদ চাষ, কলা চাষ, জেন্ডার সমতা, আর্থিক ব্যবস্থাপনা"সহ বিভিন্ন বিষয়ে দক্ষতাবৃদ্ধিমুলক প্রশিক্ষণ প্রদান করে। প্রশিক্ষণ পাওয়ায় পাড়া উন্নয়ন কমিটি উন্নয়ন পরিকল্পনা অনুযায়ী গরু ও ছাগল পালন, হলুদ চাষ, কলা চাষ, ফিল্ড ফার্মার স্কুল স্থাপন এবং ধান রিজার্ভ ব্যাংক স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহন করলে পিডিসি কমিটিকে Community Empowerment Project (CEP) হতে তিন কিস্তিতে অফেরতযোগ্য সর্বমোট ৫,৯৮,০০০/=(পাচঁ লক্ষ আটানব্বই হাজার টাকা মাত্র) পিডিসি একাউন্ট-এ ট্রান্সফারের মাধ্যমে প্রদান করা হয়।

ক. পিডিসি কর্তৃক গৃহীত উন্নয়ন পরিকল্পনা ও প্রকল্পের বিবরণ-

১. গরু পালন- পাহাড়ি কৃষি নির্ভর গ্রামে গরু পালন একটি লাভজনক প্রকল্প। খাগড়াপুর মহিলা কল্যাণ সমিতি'র CEP প্রকল্পের আর্থিক সহযোগিতায় যৌথ খামার ত্রিপুরা পাড়া উন্নয়ন কমিটি'র পক্ষ হতে গরু পালন প্রকল্পের মাধ্যমে প্রায় ৯০,০০০/(নব্বই হাজার টাকা) ব্যায়ে ২০০৬ খ্রিষ্টাব্দে ৬ টি গরু ক্রয় করে পিডিসি'র সদস্য ৬টি পরিবারকে পালনের জন্য দেওয়া হয়। উক্ত গরু পাঁচ থেকে দশ মাস পালনের পর পালনকারী সদস্য গরু বিক্রি করে পিডিসি কমিটিকে মূলধনসহ লভ্যাংশ ফেরত দিতে সক্ষম হয় পক্ষান্তরে নিজেও আর্থিকভাবে লাভবান হয়। যৌথ খামার ত্রিপুরা পাড়ার কৃষকেরা বর্তমানেও গরু পালনের মাধ্যমে যেমন তাদের পরিবারের অর্থনৈতিক সম্মৃদ্ধি ঘটাচ্ছে অন্যদিকে পিডিসির গরু পালন অব্যাহত রেখে পিডিসি'র উন্নয়ন কার্যক্রম চলমান রেখে চলেছে।

২. ছাগল পালন- ছাগল পালন প্রকল্পটিও যথেষ্ট লাভজনক কেননা পার্বত্য এলাকায় ছাগল পালনের জন্য বাড়তি যত্ন নেয়ার প্রয়োজন হয়না। এমতাবস্থায়, খাগড়াপুর মহিলা কল্যাণ সমিতি'র CEP প্রকল্পের আর্থিক সহযোগিতায় ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ টাকা) ব্যায় করে পিডিসি কর্তৃক ৪০ টি ছাগল ক্রয় করা হয়। যা পিডিসি'র সদস্যভুক্ত পাড়াবাসীদের পালনের জন্য বিতরণ করা হয়েছিল। পাড়াবাসী ছাগল পালন প্রকল্পটি শুরু করেন ২০০৬ সালের মে মাসে। উক্ত ছাগলগুলো দীর্ঘ সময় পালনের পর ২০১২ সালের জুন মাসে মা ছাগল ২৫ টি রেখে ১৫ টি মা ছাগল এবং বাচ্চা ৩০ টিসহ মোট ৪৫ টি ছাগল বিক্রয় করা হয়। পিডিসি কমিটি মোট ১,৩৪,০০০/- (এক লক্ষ চৌত্রিশ হাজার) টাকায় ছাগলগুলো বিক্রি করেন। বিক্রিত টাকা পিডিসি কমিটি তাদের মূলধন ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ টাকা) টাকা কমিটি'র ব্যাংক একাউন্টে জমা রেখে, অবশিষ্ট ৩৪,০০০/- (চৌত্রিশ হাজার) টাকা যারা ছাগলগুলো পালন করেছেন তাদের মধ্যে বিতরণ করে দেন।

৩. হলুদ ও কলা চাষ- উঁচু ভুমি বেষ্টিত যৌথ খামার ত্রিপুরা পাড়ার সিংহভাগ উঁচুভুমি অনাবাদি অবস্থায় পড়ে ছিল। এমতাবস্থায় যৌথ খামার ত্রিপুরা উন্নয়ন কমিটি 'খাগড়াপুর মহিলা কল্যাণ সমিতি'র CEP প্রকল্পের আর্থিক সহযোগিতায় উঁচু ভুমিতে হলুদ ও কলা চাষের জন্য ২০০৫ ও ২০০৬ অর্থবছরে প্রকল্প গ্রহন করে। উক্ত প্রকল্পের মাধ্যমে ১,৫০,০০০/- (এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা ব্যয় করে পাঁচ একর জায়গা জুরে হলুদ ও কলা চাষ করে। কিন্তু সে সময়ে হলুদ ও কলার দাম কম থাকায় উক্ত প্রকল্প হতে আশানরূপ লাভ পাওয়া যায়নি। এমতাবস্থায় পিডিসি কমিটি উক্ত প্রকল্প হতে মূলধন উত্তোলন করতে পারলেও পরবর্তী অর্থবছর হতে প্রকল্প বন্ধ করে দেন।

৪. রাইস মিল স্থাপন- খাগড়াপুর মহিলা কল্যাণ সমিতি কর্তৃক পরিচালিত CEP শীর্ষক প্রকল্পের অর্থায়নে যৌথ খামার ত্রিপুরা পাড়ায় একটি রাইস মিল স্থাপন করেন। কেননা অত্র পাড়াসহ পার্শবর্তী কয়েকটি পাড়ায় যথেষ্ঠ পরিমাণে ধান উৎপাদন হলেও রাইস মিল না থাকায় ধান হতে চাউল প্রক্রিয়াকরণের জন্য ঢেঁকি ব্যবহার করতে হত বা গ্রাম থেকে প্রায় ৩ কিলোমিটার দুরে স্থাপিত রাইস মিলের উপর নির্ভর হতে হতো। এমতাবস্থায়, অত্র গ্রামে রাইস মিল স্থাপন করা বেশ লাভজনক ছিল। ২০০৬ সালে রাইস মিলটি স্থাপনের পর হতে অদ্যাবধি চলমান রয়েছে। মিলটি তত্বাবধান ও পরিচালনার জন্য একজনকে নিযুক্ত করা হয়েছিল যিনি এখনও বহাল রয়েছে। এরফলে মিল পরিচালনাকারী একজনের পরিবারের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতের পাশাপাশি উক্ত রাইস মিল হতে পিডিসি প্রতিনিয়ত আয় পাচ্ছে।

৫. ফিল্ড ফার্মার স্কুল স্থাপন- ইউএনডিপি-সিএইচটিডিএফ-এর সহায়তায় পার্বত্য খাগড়াছড়ি জেলা পরিষদের তত্বাবধানে পাড়ার কৃষকদের অভিজ্ঞতা বিনিময়ের মাধ্যমে সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং কৃষি কাজের উপর দক্ষতা বৃদ্ধি করার জন্য উক্ত পাড়ায় কৃষক মাঠ স্কুল স্থাপন করা হয়। উক্ত প্রকল্পের মাধ্যমে কৃষকদের মৎস্য চাষ, হাঁস ও মূরগি পালনের জন্য ১,৯৮,০০০/- (এক লক্ষ আটানব্বই হাজার) টাকা প্রদান করা হয়।

খ. পাড়া নারী উন্নয়ন দল (পিএনডিজি) কর্তৃক গৃহীত উন্নয়ন পরিকল্পনা ও প্রকল্পের বিবরণ- "খাগড়াপুর মহিলা কল্যাণ সমিতি' কর্তৃক পরিচালিত UNDP-CHTDF এর সহযোগিতায় CEP শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে পিডিসি কমিটির পাশাপাশি যৌথ খামার ত্রিপুরা পাড়ার নারীদের উন্নয়নের জন্য শুধুমাত্র নারীদের নিয়ে একটি পাড়া নারী উন্নয়ন দল (PNDG) গঠন করা হয়। দলের নারীদের পিডিসি কমিটির সাথে সম্পৃক্ত করে দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান কাজে লাগিয়ে নারী দল রাইস ব্যাংক স্থাপন ও মৎস্য চাষ প্রকল্প গ্রহন করে। নারীদের প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য সর্বমোট ২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ) টাকা ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে নারী দলকে প্রদান করা হয়।

১. রাইস ব্যাংক স্থাপন- যৌথ খামার ত্রিপুরা পাড়ার উদ্দ্যোগী নারীদের নিয়ে গঠিত PNDG কর্তৃক পাড়ায় প্রথমে একটি রাইস ব্যাংক স্থাপন করা হয়। তাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল গ্রামবাসীদের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। গ্রামের সবারই জানা যে, গ্রামের কৃষকগণকে তাদের উৎপাদিত ফসল ঘরে উঠানো মাত্র বিক্রি করে পরিবারের অন্যান্য প্রয়োজনীয় চাহিদা পুরণ করতে হয়। ফলে ফসল ফলানো মৌসুমে গ্রামের কৃষকের ঘরে খাদ্যের অভাব দেখা যায়। এমন পরিস্থিতিতে গ্রামের বাইরের মহাজনদের কাছ থেকে এলাকার অধিকাংশ কৃষক চড়া সুদে টাকা অথবা দুইগুণ শর্তে ধান কর্জ নিয়ে সংসার চালাতে হয়। পাড়ায় গঠিত PNDG'র সদস্যরা এমন পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য রাইস ব্যাংক স্থাপনের প্রতি গুরুত্ব দেয়। কমিটির সদস্যরা রাইস ব্যাংক স্থাপনের শুরুতে প্রায় ৫২,০০০/- (বায়ান্ন হাজার) টাকা ব্যায় করে ৩২৫ আড়ি (১ আড়ি=১০ কেজি) ধান ক্রয় করে ধান ব্যাংক/ধান ঘোলায় সংরক্ষণ করেন। উক্ত ধান ফসল উৎপাদনের সময়ে সহজ শর্তে দেড়গুন হারে পাড়াবাসীকে কর্জ দেয়া হয়। এতে একদিকে গ্রামবাসীদের খাদ্যের নিশ্চয়তা হয়েছে অন্যদিকে রাইস ব্যাংকের মূলধন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

২. মৎস্য চাষ- পিডিসি কমিটি'র পাশাপাশি ''পাড়া নারী উন্নয়ন দল''-এর সদস্যরা মৎস্য চাষ প্রকল্প হাতে নেয়। প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য নারীদল প্রথমে ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা মূল্যে ৪০ শতক জমি ক্রয় করে পিএনডিজি'র নামে রেজিষ্ট্রেশন করে। অতঃপর ৫৫,০০০/- (পঞ্চান্ন হাজার) টাকা ব্যায়ে বাঁধ নির্মাণ করে মৎস্য পালনের উপযোগী করে ২০০৮ সাল হতে নারী দল সম্মিলিতভাবে মৎস্য চাষ করে আসছে। মৎস্য চাষের মাধ্যমে প্রতি বছর যে আয় হয় তা দিয়ে নারী দল ইতিমধ্যে গরু পালন, জমি বন্ধকসহ বিভিন্ন আয় বর্ধনমূলক প্রকল্প বাস্তবায়ন করে চলেছে।

"খাগড়াপুর মহিলা কল্যাণ সমিতি' পার্বত্য খাগড়াছড়ি জেলার একটি বেসরকারী সেচ্ছাসেবী উন্নয়ন সংগঠন। এই সংগঠন দেশী-বিদেশী বিভিন্ন দাতা সংস্থার সহযোগিতায় নারী অধিকার, আর্থ সামাজিক উন্নয়ন, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসহ বিভিন্ন বিষয়ে কাজ করে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় UNDP-CHTDF-এর সহযোগিতায় Community Empowerment Project (CEP) প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য যৌথ খামার ত্রিপুরা পাড়াকে নির্বাচন করা হয়। প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নের প্রারম্ভে বিভিন্ন সভা আয়োজন করা হলে গ্রামবাসীদের মধ্যে অংশগ্রহনে অনিহা দেখা গিয়েছিলো। সে পরিস্থিতিতে "খাগড়াপুর মহিলা কল্যাণ সমিতি'র প্রকল্প কর্মীদের প্রতিনিয়ত সচেতনতামূলক সভা, হোম ভিজিট, শিক্ষা সফর, প্রশিক্ষণ এবং সংস্থার কর্মকর্তাদের সাংগঠনিক সফরের মাধ্যমে এলাকাবাসীদের নিয়ে বিভিন্ন বিষয়ে মতবিনিময় সভা করে গ্রামবাসীদের সচেতনতা সৃষ্টির চেষ্টা করার ফলে তাদের অংশগ্রহন বৃদ্ধি পেতে শুরু করে এবং গ্রামবাসীরা তাদের অধিকার, সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন সেবা, উন্নয়নের কৌশল ইত্যাদি বিষয়ে জানতে শুরু করে। এরই ধারাবাহিকতায় খাগড়াপুর মহিলা কল্যাণ সমিতির উদ্যোগে যৌথ খামার ত্রিপুরা পাড়ায় CEP প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শন করানোর জন্য ২০১১ সালের প্রথম দিকে জনাব নববিক্রম কিশোর ত্রিপুরা, সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রনালয় মহোদয়কে যৌথ খামার ত্রিপুরা পাড়ায় নিয়ে যাওয়া হয়। পাড়া পরিদর্শনকালে তিনি এলাকাবাসীর সাথে মতবিনিময় করেন এবং যোগাযোগ সমস্যা নিরসনকল্পে ব্যবস্থা গ্রহনের আশ্বাস দেন। সচিব মহোদয়ের আশ্বাসের প্রেক্ষিতে ২০১১-২০১২ এবং ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে খাগড়াছড়ি-মহালছড়ির মূল সড়ক হতে যৌথ খামার ত্রিপুরা পাড়া পর্যন্ত মোট ২ কিলোমিটার ইট সলিং রাস্তা নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়। গ্রামের সংযোগ রাস্তা নির্মাণ হওয়ার পরে যৌথ খামার ত্রিপুরা পাড়াবাসীরা থেমে থাকেনি। সরকারী-বেসরকারী সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে পাড়া উন্নয়ন কমিটির সদস্যরা প্রতিনিয়ত তাদের গ্রামের সমস্যা সমাধান কল্পে যোগাযোগ অব্যাহত রাখেন। যোগাযোগের ফসল হিসেবে পাড়াবাসী পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের মাধ্যমে ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে তিন কক্ষ বিশিষ্ট ছাত্রাবাস ও আসবাব-পত্র, ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে ১০ টি গরুর বাছুর, ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে একটি তিন কক্ষ বিশিষ্ট হরি মন্দির নির্মাণে সহযোগিতা পেয়েছে।

২০১৫ সালের ৮ জুলাই খাগড়াপুর মহিলা কল্যাণ সমিতি আবারও GoB&ADB-এর অর্থায়নে Second Chittagong Hill Tract Rural Development Project-এর কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য যৌথ খামার ত্রিপুরা পাড়াকে নিবার্চন করা হয়। এই গ্রামে প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নের নিমিত্তে পাড়া প্রোফাইল তৈরী, পাড়া মানচিত্র অংকন, সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও উন্নয়ন কাজ নির্বাচন এবং সম্ভাব্যতা যাচাই, পিআরএ প্রশিক্ষণ ইত্যাদি প্রক্রিয়া শেষ করা হয়। সকল প্রক্রিয়া শেষে ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে গ্রামে সর্বমোট ১৩,২৫,০০০/- (তের লক্ষ পঁচিশ হাজার) টাকার কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়। বাস্তবায়িত কার্যক্রমের মধ্যে ছিল গ্রামের অভ্যন্তরে ১টি ৪০ মিটার দীর্ঘ আরসিসি সিঁড়ি নির্মাণ এবং ৪ টি গভীর নলকূপ স্থাপন। এছাড়াও একই প্রকল্পের মাধ্যমে যৌথ খামার ত্রিপুরা পাড়া উন্নয়ন কমিটিকে কৃষি যন্ত্রপাতি হিসেবে পাওয়ার টিলার-০১ টি এবং পাওয়ার পাম্প -০২ টি প্রদান করা হয়।

বর্তমান অবস্থা ঃ খাগড়াপুর মহিলা কল্যাণ সমিতি'র উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের নিমিত্তে যৌথ খামার ত্রিপুরা পাড়াবাসীদের নিয়ে গঠিত "যৌথ খামার পাড়া উন্নয়ন কমিটি" এবং 'যৌথ খামার পাড়া নারী উন্নয়ন দল' বর্তমানে বেশ সচেতন, শক্তিশালী, উদ্দ্যোগী এবং ইতিবাচক পরিবর্তনে বিশ্বাসী। যৌথ খামার ত্রিপুরা পাড়াবাসী পূর্বে কুসংস্কার আচ্ছন্ন এবং সমতল ভূমি থেকে প্রায় ৩০ থেকে ৫০ ফুট উঁচুতে বসতি ছিলো। খাবার পানি সংগ্রহ করাসহ পারিবারিক কাজে অন্যত্রে যেতে হলে গ্রামবাসীদের বর্ষাকালে পিচ্ছিল পাহাড় বেয়ে আসা যাওয়া করতে হতো সে সময় শিশু, বৃদ্ধ, অসুস্থ রোগীসহ বেশির ভাগই পড়ে গিয়ে আহত হতো। খাগড়াপুর মহিলা কল্যাণ সমিতি কর্তৃক পরিচালিত Second Chittagong Hill Tract Rural Development Project-এর আওতায় উক্ত স্থানে ৪০ মিটার দৈর্ঘ্য পাকা আরসিসি সিড়ি নির্মিত হওয়ায় গ্রামবাসীরা নির্বিঘ্নে চলাচল করতে পারছে। সে প্রকল্পের মাধ্যমে সেচের সুবিধার্থে ২ টি পাওয়ার পাম্প এবং চাষাবাদের সুবিধার্থে ১ টি পাওয়ার টিলার প্রদানের ফলে গ্রামের কৃষকেরা স্বল্প খরচে তাদের পতিত জমিগুলো চাষের উপযোগী করতে পারছে এবং ছড়া হতে উঁচু স্থানের জমিগুলোতেও পাওয়ার পাম্প-এর মাধ্যমে পানি উত্তোলন করে চাষ করতে পারছে। আগে যেখানে কুয়া ও ছড়ার পানি দৈনন্দিন কাজে ব্যবহারের ফলে পানিবাহিত বিভিন্ন রোগ সারাবছর লেগে থাকত সেখানে ৪টি গভীর নলকূপ স্থাপনের ফলে নিরাপদ পানি ব্যবহার করতে পারছে ফলে বানিবাহিত বিভিন্ন রোগ হতে মুক্তি পেয়েছে। UNDP-CHTDF-এর সহযোগিতায় পাড়ায় স্থাপিত কৃষক মাঠ স্কুল বর্তমানে কৃষকরা তাদের অভিজ্ঞতা বিনিময় করতে পারছে। এছাড়াও নির্মিত ঘরটি এলাকার যে কোন সভা বা সামাজিক কাজকর্ম সম্পাদনের জন্য ব্যবহার করতে পারছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের মাধ্যমে নির্মিত তিন কক্ষ বিশিষ্ট পাকা মন্দির এবং তিন কক্ষ বিশিষ্ট পাকা ছাত্রাবাস নির্মিত রয়েছে। যা গ্রামবাসীদের আত্বিক উন্নয়ন ও শিক্ষা উন্নয়নে সহায়ক ভুমিকা পালন করছে। এছাড়াও চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের মাধ্যমে ইট সলিং রাস্তা নির্মানের ফলে পাড়াবাসীর যোগাযোগ ব্যবস্থা সহজ হয়েছে ফলে অসুস্থ রোগীদের দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে সু-চিকিৎসা নিশ্চিত করতে পেরেছে এবং উৎপাদিত ফসল সহজে ও কম সময়ে বাজারজাত করতে পারার ফলে ন্যায্য মূল্য পেয়ে অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হচ্ছে।

বর্তমানে যৌথ খামার ত্রিপুরা পাড়ার পিডিসি ও পিএনডিজি'র স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল-

➢ যৌথ খামার ত্রিপুরা পাড়া উন্নয়ন কমিটি (পিডিসি)

সম্পত্তি/প্রকল্পের বিবরণ	পরিমাণ	বাজার মূল্য	মন্তব্য
বনজ, ফলজ ও বাঁশ বাগান	৩৩৬ শতক	৫,০০,০০০/-	উঁচুভূমির মূল্য ২,৫০,০০০/- বাঁশ ও গাছের মূল্য ২,৫০,০০০/-
জমি বন্ধক	২ একর	১,৭৫,০০০/-	মূলধন ৯০,০০০/-, ৫ বছরে বর্গাচাষীদের হতে আয় ৮৫,০০০/-
গরু পালন	১০ টি	২,৫০,০০০/-	প্রতি গরুর বিক্রয় মূল্য ২৫,০০০/-
ছাগল পালন	২৫ টি	২,০০,০০০/-	প্রতি ছাগলের বিক্রয় মূল্য ৮,০০০/-
রাইস মিল	০১ টি	৭৫,০০০/-	সচল যন্ত্রপাতির বাজার মূল্য
ধান কর্জ প্রদান	৯৫ আড়ি	১৯,০০০/-	প্রতি আড়ি ধানের বাজার মূল্য ২০০/-
রাইস মিলে ধান মজুদ	৪০ আড়ি	৮,০০০/=	প্রতি আড়ি ধানের বাজার মূল্য ২০০/-
ব্যাংকে জমা	৭,৯৭৪/-	৭,৯৭৪/-	--
মোট =		১২,৩৬,৯৭৪/=	

➢ যৌথ খামার ত্রিপুরা পাড়া নারী উন্নয়ন দল (পিএনডিজি)

সম্পতি/প্রকল্পের ধরণ	পরিমাণ	বাজার মূল্য	মন্তব্য
মাছ পালন যোগ্য পুকুর	৪০ শতক	১,২০,০০০/-	
পুকুরের বিদ্যমান মাছ	১৫ কেজি পোনা	৭৫,০০০/-	(১৫কেজি পোনা X ৫০ কেজি) ৭৫০ কেজি মাছ ও প্রতি কেজি মাছের গড় মূল্য-১০০ টাকা
জমি বন্ধক	৮০ শতক	৮০,০০০/-	মূলধন ৪৫,০০০/- বর্গাচাষীদের হতে আয় ৩৫,০০০/-
গরু পালন	১২ টি	৩,০০,০০০/-	প্রতি গরুর বিক্রয় মূল্য ২৫,০০০/-
ব্যাংকে জমা	--	৮,২৩০/-	
মোট =		৫,৮৩,২৩০/-	

ভবিষ্যত পরিকল্পনাঃ যৌথ খামার ত্রিপুরা পাড়ার কমিটি দু'টি (পাড়া উন্নয়ন কমিটি, পাড়া নারী উন্নয়ন দল) গঠনের পর থেকে প্রশিক্ষণলব্দ জ্ঞান কাজে লাগিয়ে উক্ত কমিটি এখনো তাদের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। এমতাবস্থায়, যৌথ খামার ত্রিপুরা পাড়াকে আদর্শ পাড়া/গ্রাম হিসেবে প্রতিষ্ঠার লক্ষে নিম্নলিখিত কর্ম-পরিকল্পনা হাতে নেয়া হয়েছে যা সরকারী-বেসরকারী বিভিন্ন সংস্থার সহযোগিতায় বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে-

১. মহালছড়ি উপজেলা সদর এলাকায় বসবাসরত ত্রিপুরা জনগোষ্ঠীর জন্য অত্র এলাকায় শ্বশান সেট নির্মাণসহ মহাশ্বশান প্রতিষ্ঠা করা।
২. এলাকার সামাজিক কার্যক্রম পরিচালনার সুবিধার্থে একটি কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণ করা।
৩. পাড়া এলাকায় বিদ্যুৎ সংযোগ স্থাপন।
৪. পাড়ার যুবদের সংগঠিত করার লক্ষে যুব স্পুর্টিং ক্লাব নির্মাণ করা।
৫. পাড়া এলাকার ১ কিলোমিটারের অভ্যন্তরে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা।
৬. গ্রামের বেকার মহিলাদের আয়বর্ধনমূলক কাজে সম্পৃক্ত করার জন্য এলাকায় কুটির শিল্প স্থাপন করা।

পিডিসি কর্তৃক বন্ধককৃত জমি ও পাহাড় (পাহাড়ে বাঁশ ও প্রাকৃতিক বন)

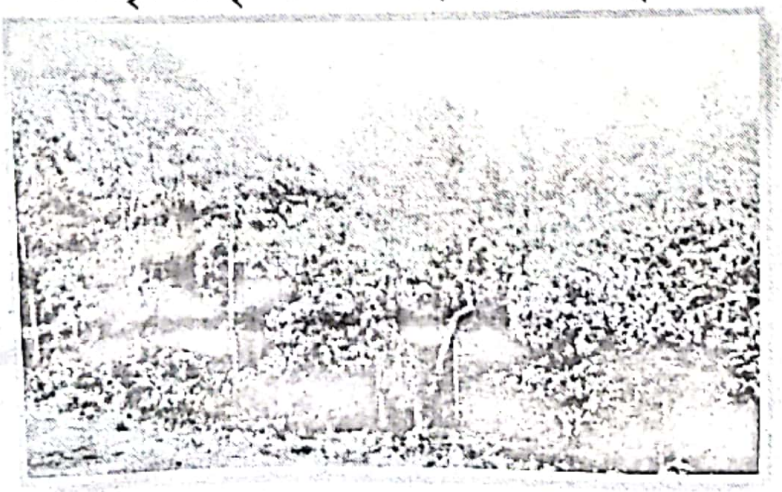

পিডিসি কর্তৃক বন্ধককৃত পাহাড় (বনায়ন প্রকল্প)

পূর্বের অবস্থা	বর্তমান অবস্থা
কুয়া থেকে পানি সংগ্রহ	টিউবওয়েল থেকে পানি সংগ্রহ
উঁচু টিলার পথ পাড়ি দিয়ে যাতায়াত	পাকা সিঁড়ি দিয়ে সহজভাবে যাতায়াতের সুযোগ
প্রায় ২ কিলোঃ-এর অধিক কাঁচা রাস্তার পথ	ইট সলিং রাস্তা

এক অসহায় নারীর ন্যায় বিচার প্রাপ্তি ও আত্মকর্মসংস্থানে সহায়তা দেওয়ানী মামলা নং ৩২/২০১১ এর ক্যাশ স্টাডি

সাধারন অন্যান্য দশজন নারীর মত স্বামী, সন্তান, মা-বাবা, ভাই-বোন ও শ্বশুর-শ্বাশুরী এবং আত্মীয়-স্বজন নিয়ে সুখে শান্তিতে বসবাস করার স্বপ্ন দেখেছিলেন তাজকেরা বেগম। তাই লালিত স্বপ্নকে সফল করার প্রয়াসে উভয় পরিবারের আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সামাজিক ও ধর্মীয় রীতি-নীতি অনুসরণ করে বিবাহ রেজিষ্ট্রেশনের মাধ্যমে কাবিননামা সম্পাদন করে খাগড়াছড়ি সদর উপজেলার শালবন এলাকার জিয়া নগরের বাসিন্দা আকরাম হোসেনের সাথে তাজকেরা বেগম বিগত ০৯/০৪/২০০৪ খ্রিস্টাব্দে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়।

বিয়ের পর তাজকেরা বেগম বাবার বাড়ী ছেড়ে স্বামীর স্থায়ী ঠিকানা শালবনে চলে আসে। স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করার জন্য স্বামীর সংসারে এসে স্ত্রীর দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করে সংসার সাজানোর লক্ষে সংগ্রাম চালিয়ে যায়। যে আশা ও স্বপ্ন দেখে সংসার করেছিলেন বিয়ের ৪/৫ মাস পর তাঁর সেই আশা ও স্বপ্ন ভেঙ্গে চুরমার। কারনে-অকারনে তাঁর উপরে নেমে আসে শারিরীক ও মানসিক নির্যাতন। স্বামীর নির্যাতনের কথা শ্বশুর-শ্বাশুরীসহ স্বামীর পরিবারের অন্যান্য লোকজনকে জানালেও কাউকে তাঁর পাশে পায়নি। নীরবে নির্যাতনের যন্ত্রণা সহ্য করে স্বামীর সংসার করে যাচ্ছিলেন তাজকেরা বেগম।

স্বামীর নির্যাতন ও অত্যাচারের মাত্রা এমনভাবে বেড়ে গিয়েছিল যে নির্যাতনের যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে প্রাণে বাঁচার জন্য তাজকেরা বেগম ২০০৫ সালে গর্ভে থাকা ৭ মাসের সন্তানকে নিয়ে স্বামীর ঘর থেকে বেড়িয়ে বাবার বাড়ী ভুয়াছড়িতে চলে যেতে বাধ্য হন এবং ২০০৬ সালের ১৭ জানুয়ারীতে বাবার বাড়ীতে থাকা অবস্থায় তাজকেরা বেগমের এক পুত্র সন্তান জম্ম হয়। সন্তান জম্মের ৮ মাস পর্যন্ত আকরাম হোসেন বা তাঁর পরিবারের লোকজন কোন খোঁজ-খবর নেয়নি এবং খোরপোষও দেয়নি। কিন্তু, সন্তানের বয়স ৮ মাসের পর স্বামী আকরাম হোসেন তাকে সুকৌশলে বুঝিয়ে শিশু সন্তানসহ বাড়ীতে নিয়ে আসে। বাড়ীতে নিয়ে আকরাম হোসেন তাকে বেশিদিন শান্তিতে রাখেনি। ৪ মাসের মাথায় আবার নির্যাতন শুরু করে এবং স্বামীর মারধরের মাত্রা এমনভাবে বেড়ে গিয়েছিল যে যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে শিশুসন্তানকে নিয়ে আবার বাবার বাড়ীতে চলে যেতে বাধ্য হলেন তাজকেরা বেগম। ১৯ অক্টোবর ২০০৯ সাল পর্যন্ত তিনি বাবার বাড়ীতে শিশুসন্তানকে নিয়ে শান্তিতে ছিলেন। ১৯/১০/২০০৯ খ্রিস্টাব্দে তার স্বামী তার সাথে যোগাযোগ করে এবং অতীতের মত তাকে নির্যাতন করা হবেনা বলে কথা দিয়ে আবার বাড়ীতে নিয়ে আসে। কিন্তু, স্বামীর বাড়ীতে ফিরে এসে দু'দিনের মাথায় বড় ধরনের নির্যাতনের শিকান হন তাজকেরা বেগম। অর্থাৎ ২২/১০/২০০৯ তারিখে স্বামী ও তাঁর আত্মীয়-স্বজন সবাই মিলে একত্রে এমনভাবে মারধর করা হয়েছিল যে তাজকেরা বেগমকে হাসপাতালে ভর্তি হয়ে চিকিৎসা নিতে হয়েছে। তাদের মারধরের কারনে তিনি মারাত্মকভাবে জখম হন এবং উক্ত ঘটনার জন্য স্বামী আকরাম হোসেনকে প্রধান করে

অপরাপর আরো কয়েকজনকে আসামী করে খাগড়াছড়ি সদর মডেল থানায় একটি ফৌজদারী মামলা দায়ের করেন। যার জি আর মামলা নং ৩৫২/০৯।

২২/১০/২০০৯ তারিখে আকরাম হোসেনসহ তার পরিবারের লোকজন সবাই মিলে তাজকেরা বেগমকে শারিরীক নির্যাতন করে মারাত্মক জখম করে বাড়ী থেকে বের করে দেয়ার পর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় কোন খোঁজ-খবর না নেওয়ায় তাজকেরা বেগম হাসপাতাল থেকে ছাড়পত্র পাওয়ার পর সরাসরি পিতার বাড়ি ভুয়াছড়িতে আশ্রয় নেয়।

ভরন-পোষনের জন্য দেওয়ানী মামলাঃ পিতার বাড়ীতে অবস্থানকালে স্বামী আকরাম হোসেন স্ত্রী ও সন্তানের কোন খোঁজ-খবর রাখে নাই এবং কোন ভরন-পোষনও দেয়নাই। তাই নিজের এবং সন্তানের ভরন-পোষণের জন্য স্বামীর বিরুদ্ধে তিনি খাগড়াছড়ি মোকাম বিজ্ঞ যুগ্ম জেলা জর্জ আদালতে গত ২৭/০২/২০১১ তারিখে আরো একটি দেওয়ানী মোকদ্দমা মামলা দায়ের করেন। যার মামলা নং-৩২/১১।

এদিকে তাজকেরা বেগমের পিতা একজন গরীব ও দিনমজুরী। দিন মজুরী করে যা আয় হয় তা দিয়ে ৪ জনের (স্বামী-স্ত্রী ও ২ সন্তান) সংসার কোন রকম চলে। এরই মধ্যে তাজকেরা বেগম ও তাঁর শিশু সন্তান তার পিতার পরিরবারের বোঝা হয়ে দাঁড়াই। অভাবের সংসারে ২টি মামলার খরচ চালাবো সম্ভব হচ্ছিলনা তারপরেও তাজকেরা বেগম ও তাঁর পিতা আব্দুর বাশির মামলা চালিয়ে যাওয়ার বিষয়ে দৃঢ় মনোবল ছিল।

এরই মধ্যে তাজকেরা বেগম ও তার বাবা বিভিন্নজনের মাধ্যমে খবর পেয়েছে যে, খাগড়াপুর মহিলা কল্যাণ সমিতি গরীব, অসহায় ও অবহেলিত নির্যাতিত নারীদের ন্যায় বিচার প্রাপ্তির জন্য আইনগত সহায়তা দিয়ে থাকে। তাই খাগড়াপুর মহিলা কল্যাণ সমিতির সভানেত্রী ও প্রধান নির্বাহী মিজ শেফালিকা ত্রিপুরার সাথে দেখা করে ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ দেন এবং আইনগত সহায়তা কামনা করেন।

মামলার আইনগত সহায়তাঃ ২০১১ সাল হতে মামলা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত তাজকেরা বেগম এর মামলাগুলো আইনগত সহায়তা দেয়ার জন্য খাগড়াছড়ি জর্জ কোর্টের আইনজীবি এডভোকেট অনুপম চাকমাকে খাগড়াপুর মহিলা কল্যাণ সমিতির পক্ষ থেকে চুক্তি করা হয়। দীর্ঘ প্রায় দেড় বছর মামলা পরিচালনা করার পর বাদিনির পক্ষে বিজ্ঞ যুগ্ম জেলা জর্জ মামলার আদেশ জারি করেন। আদেশ জারি নং ০৮, তারিখঃ ১৯/০৬/২০১২। আদেশে বলা হয়েছে যে, বাদীর বকেয়া দেনমোহর বাবদ ৩৭,৩০১ টাকা এবং খোরপোষ বাবদ নিজের জন্য মাসিক ৯০০ টাকা এবং পুত্র সন্তানের জন্য মাসিক ১,৫০০ টাকা মোট ২,৪০০ টাকা ফেব্রুয়ারী ২০১১ সাল হতে জুন ২০১২ পর্যন্ত মোট ১৭ মাসের (১৭ মাস × ২,৪০০ টাকা + ৩৭,৩০১ টাকা) = ৭৮,১০১ টাকা বিবাদীর নিকট হতে পাবেন। আদেশে আরো বলা হয়েছে যে, বাদীর বিবাহ বিচ্ছেদ না হওয়া পর্যন্ত এবং নাবালক পুত্র সন্তান সাবালক না হওয়া পর্যন্ত উল্লেখিত হারে পরবর্তী প্রতি মাসে খোরপোষ ভাতা প্রাপ্ত হবেন। ডিক্রীকৃত টাকা ডিক্রী আদেশের তারিখ হতে ৩০ দিনের মধ্যে বাদীনিকে প্রদান করার জন্য বিবাদীকে নির্দেশ প্রদান করেন।

আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য পুণর্বাসনে সহায়তাঃ তাজকেরা বেগম একজন স্বামী পরিত্যক্তা অসহায় নারী। স্বামী দ্বারা নির্যাতনের শিকার হয়ে বাবার বাড়িতে অবস্থান করে অনাহারে-অর্ধাহারে মানবেতর জীবন-যাপন অতিবাহিত করছে। অপরদিকে মামলার

অগ্রগতি নিয়ে আইনজীবির সাথে নিয়মিত যোগাযোগ করার জন্য যা টাকার প্রয়োজন হয়, তা সহযোগিতা করছে তার বাবা। সংসারের ভরন-পোষন ও তাজকেরা বেগম এর মামলার খরচ যোগাতে হিমছিম খেতে হয় তাঁর বাবাকে। তাই, তাজকেরা বেগম এর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য খাগড়াপুর মহিলা কল্যাণ সমিতি ২০১৩ সালের ডিসেম্বর মাসে ২০,০০০/-(বিশ হাজার) টাকা পুণর্বাসনের জন্য আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করে। পুণর্বাসনের টাকা পেয়ে তাজকেরা বেগম ১০,০০০/- টাকা করে ২টি রেশন কার্ড বন্ধক নেন। বন্ধক নেওয়া রেশন কার্ড থেকে যে চাল পায় তা দিয়ে খাওয়া এবং কিছু বিক্রি করে যা পায় তা দিয়ে প্রয়োজনীয় হাত খরচ মেটান তিনি। ২০১৬ সালের শেষের দিকে বন্ধক এর বিপরীতে নেয়া টাকা পরিশোধ করে রেশন কার্ড তুলে নেন রেশন কার্ডের মালিক। এই টাকাসহ নিজের যোগার করা দশ হাজার টাকা মিলে মোট ত্রিশ হাজার টাকা দিয়ে ১টি গাভী গরু ও ২টি ছাগল ক্রয় করে লালন-পালন করে আত্ম-কর্মসংস্থানে সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে তাজকেরা বেগম। এছাড়াও রেশনে চাল বিক্রি করে প্রাপ্ত অর্থ দিয়ে কিছু মোরগ-মুরগীও ক্রয় করে লালন-পালন করছেন।

বর্তমানে তাজকেরা বেগম বাবার সংসার থেকে আলাদা হয়েছে। নিজে ঘর তুলে সেখানে ছেলেকে নিয়ে বসবাস করছে। ২০০৬ সালে জন্ম নেয়া সন্তান বর্তমানে ১১ বছর হয়েছে। নাম তার আতিউর রহমান। বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রাক্তন গর্ভনর ড. আতিউর রহমান এর নাম শুনে ছেলের নাম দিয়েছে বলে তিনি জানান। ছেলে ড. আতিউর রহমান এর মত ব্যাংকের গর্ভনর হতে না পারলেও তাঁর কাছাকাছি যেন হতে পারে সেই স্বপ্ন নিয়ে ছেলেকে ভুয়াছড়ি মাদ্রাসায় ভর্তি করে দিয়েছে। ছেলেকে পড়ালেখা করিয়ে যেন মানুষের মত মানুষ বানাতে পারে সেই স্বপ্ন দেখে তাজকেরা বেগম।

আসামীকে যাবজ্জীবন কারাদন্ড ও ৫০ হাজার টাকা জরিমানা

জিআর মামলা নং ৫১/০৯ ও নারী ও শিশু মামলা নং ০১/০৯

সেদিন ছিল ৮ মার্চ ২০০৯ আন্তর্জাতিক নারী দিবস। দিবসটি উপলক্ষে বিভিন্ন কর্মসূচি নিয়ে ব্যস্ত ছিল খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার স্থানীয় বেসরকারী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ। অনুষ্ঠান চলাকালীন সময় আগত অতিথিবৃন্দ ও অংশগ্রহণকারী বিভিন্নজনের মাধ্যমে খবর পেল যে দিঘীনালায় মধ্যম বোয়ালখালী গ্রামে ৪ বছরের এক শিশুকন্যা ৩০ বছরে এক বয়স্ক লোকের দ্বারা ধর্ষণের শিকার হয়েছে।

ঘটনার বিবরণ- ঘটনার বিবরণে জানা যায়, ৮ মার্চ ২০০৯ আনুমানিক দুপুর ১৩:৩০টা সময় ভিকটিম গোসল করার জন্য মাইনি নদীর পশ্চিম পাড়ে যায়। সে সময় ধর্ষক মোহাম্মদ মোস্তফা মিয়া, পিতা- মৃত মোঃ করম আলী, গ্রাম- মধ্য বেতছড়ি দিঘীনালা, সেও এই সময় নদীতে মাছ ধরতে যায়। নদীতে শিশুটিকে একা দেখতে পেয়ে মোহাম্মদ মোস্তফা মিয়া শিশুকন্যাকে নদীর পার্শ্বে নির্জন স্থানে নিয়ে গিয়ে জোরপুর্বক ধর্ষণ করে। ধর্ষণের পর শিশুটি কান্নাকাটি করে তার মা'র কাছে গিয়ে ঘটনার সবকথা খুলে বলে। তখনও শিশুটির উরু দিয়ে রক্ত ঝড়তে দেখে তাঁর মা শিশুটিকে নিয়ে ঘটনাস্থলে চলে যায় এবং শিশুটি দেখানো ব্যক্তিকে সনাক্ত করলে স্থানীয় লোকজনের সহায়তায় ধর্ষক মোহাম্মদ মোস্তফা মিয়াকে ধরে ফেলে এবং দিঘীনালা থানা পুলিশের নিকট হস্তান্তর করে। অভিযুক্ত ব্যক্তিকে পুলিশের নিকট হস্তান্তর করার পর শিশুটির পিতা পরান্যা চাকমা (ছদ্ম নাম) বাদী হয়ে দিঘীনালা থানায় এজাহার দায়ের করেন। যাহা দিঘীনালা থানার মামলা নং-১, তারিখ-০৮/০৩/২০০৯ এবং জিআর মামলা নং-৫১/২০০৯।

আসামীকে গ্রেপ্তার করার পর পুলিশ শিশুটির সুচিকিৎসা জন্য প্রথমে দিঘীনালা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেয়া হয় সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক শিশুটির শারিরীক অবস্থা অবনতি দেখে উন্নত চিকিৎসা এবং ডাক্তারী পরিক্ষা করার জন্য খাগড়াছড়ি সদর হাসপাতালে প্রেরণ করেন। শিশুটিকে খাগড়াছড়ি সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে খবরটি শুনার পর তৎসময়ের খাগড়াছড়ি সদর উপজেলার উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব মোঃ রাহেদ হোসেন, খাগড়াছড়ি সদর উপজেলার চেয়ারম্যান জনাব মোঃ শানে আলম এবং খাগড়াপুর মহিলা কল্যাণ সমিতির সভানেত্রী মিসেস শেফালিকা ত্রিপুরার নেতৃত্বে নারী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ ঐদিন রাত্রেই খাগড়াছড়ি সদর হাসপাতালে শিশুটিকে দেখতে যান এবং চিকিৎসার্থে প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ডাক্তারদের সাথে আলোচনা করেন এবং শিশুটির সুচিকিৎসা নিশ্চিত করার জন্য ডাক্তারদের সহযোগিতা কামনা করেন। এছাড়াও বিভিন্ন বেসরকারী সংগঠন ও সামাজিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ শিশুটিকে হাসপাতালে গিয়ে খোঁজ-খবর নেন এবং ঘটনার তীব্র নিন্দা জানান।

এখানে উল্লেখ্য যে, ঘটনার দিন অভিযুক্ত ব্যক্তিকে স্থানীয় জনগণ কর্তৃক ধরার পর দিঘীনালা থানার মাধ্যমে পরের দিন আদালতে প্রেরণ করেন। আদালতে অভিযুক্ত ব্যক্তি মোহাম্মদ মোস্তফা মিয়া শিশুটিকে ধর্ষণ করার কথা স্বীকার করেন।

মামলা পরিচালনায় সহায়তা- শিশুটির পিতা পরান্যা চাকমা (ছদ্ম নাম)'র আর্থিক অবস্থা তেমন ভাল নয়। উত্তরাধিকার সুত্রে পিতার কাছ থেকে পাওয়া ০.৮০ শতক ধান্য জমি ও কিছু পাহাড় ভুমিতে কৃষিচাষ করে যা উপার্জন হয় তা দিয়ে ৫ জন সদস্যের সংসার কোনরকম অতিবাহিত করে। এরই মধ্যে ছোট মেয়ে এই ধরনের ঘটনার শিকার হলে মামলা পরিচালনার জন্য তাঁর চোখে অন্ধকার নেমে আসে। ভিকটিম পারিবারের আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে জানার পর শিশুটির মামলা পরিচালনায় সহায়তা করার জন্য খাগড়াপুর মহিলা কল্যাণ সমিতি সম্পূর্ণ দায়িত্বভার গ্রহন করে। খাগড়াপুর মহিলা কল্যাণ সমিতির প্যানেল আইনজীবি এ্যাডভোকেট অনুপম চাকমার সাথে শিশুটির মামলা পরিচালনায় আইনি সহায়তা প্রদানের জন্য ১৫/০৩/২০০৯ তারিখে একটি চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেন। চুক্তি অনুযায়ী মামলার চুড়ান্ত নিস্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত আইনজীবি মামলার আইনি সহায়তা প্রদান করেন।

শিক্ষা, চিকিৎসা ও পূনর্বাসনে সহায়তাঃ খাগড়াপুর মহিলা কল্যাণ সমিতি শিশুটির শুধুমাত্র আইনি সহায়তা প্রদান করে থেমে থাকেনি। আইনি সহায়তার পাশাপাশি শিশুটির ভবিষ্যত জীবন উন্নতির জন্য পড়ালেখা করার সহায়তার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। বর্তমানে শিশুটি খাগড়াপুর মহিলা কল্যাণ সমিতির সহায়তায় মনোঘর শিশুসদন, রাংগামাটি আবাসিক হোস্টেল এ অবস্থান করে ৭ম শ্রেণীতে অধ্যয়নরত।

শিশুটির শিক্ষার সহায়তার পাশাপাশি তাঁর চিকিৎসা ও তাঁর পরিবারের আর্থিক অবস্থা উন্নতির জন্য খাগড়াপুর মহিলা কল্যাণ সমিতি ভিকটিম ও তাঁর পরিবারকে ২০১৫ সালে ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা পূনর্বাসনে সহায়তা প্রদান করে। পুনর্বাসনে সহায়তা পেয়ে ভিকটিম এর পিতা পরান্যা চাকমা (ছদ্ম নাম) বাছুরসহ একটি গাভী কিনে লালন পালন করেন। যা বর্তমানে ০৪ টি হয়েছে যার বাজার মূল্য আনুমানিক ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ টাকা)-এর অধিক।

মামলার রায় পর্যন্ত সহায়তা- ১৫/০৩/২০০৯ খ্রিস্টাব্দ হতে মামলার রায় না হওয়া পর্যন্ত খাগড়াপুর মহিলা কল্যাণ সমিতি শিশুটির মামলা আইনি সহায়তা প্রদান করেছে। দীর্ঘ প্রায় ৮ বছর ধরে মামলার ন্যায়বিচার এর জন্য খাগড়াপুর মহিলা কল্যাণ সমিতি প্যানেল আইনজীবি, সরকারী পিপি, বিচারক, পুলিশ প্রশাসন, সুশীল সমাজ এবং মিডিয়াসহ সকল স্তরের মানবাধিকার কর্মীদের সাথে লবি ও এ্যাডভোকেসী করেছে এছাড়াও মানব বন্ধন, প্রতিবাদ সভা ও সমাবেশ করেছে। দীর্ঘ ৮ বছর মামলার আইনি সহায়তা প্রদানের পর গত ৩০ নভেম্বর, ২০১৭ খ্রিঃ খাগড়াছড়ি জর্জ কোর্টের বিচারক এই মামলার রায় প্রদান করেন। রায়ে অভিযুক্ত আসামী মোহাম্মদ মোস্তফা মিয়াকে দোষী সাব্যস্ত করে যাবজ্জীবন কারাদন্ড ও ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

সংস্থার অন্যান্য কার্যক্রম

(১) নারী সহিংসতার তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ এবং সহিংসতা শিকার নারীর ন্যায় বিচার প্রাপ্তিতে সহায়তা-

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার যে কোন নারীর উপর সহিংসতার তথ্য সংস্থার নিজস্ব উদ্যোগে সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা হয় এছাড়াও সংশ্লিষ্ট ভিকটীমকে ন্যায় বিচার প্রাপ্তির লক্ষে কার্বারী, হেডম্যান, ইউপি মেম্বার ও ইউপি চেয়ারম্যান-এর আদালত ও চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট আদালত কর্তৃক পরিচালিত বিকল্প বিরোধ নিস্পতি আদালতে লবি ও এ্যাডভোকেসী করা হয় এবং কার্বারী, হেডম্যান, ইউপি মেম্বার ও ইউপি চেয়ারম্যান-এর আদালতে পর্যবেক্ষক হিসেবে উপস্থিত থেকে নারীর ন্যায় বিচার প্রাপ্তিতে সহায়তা করা হয়।

১. সহিংসতা শিকার নারীর তথ্য সংগ্রহের জন্য ঘটনাস্থল পরিদর্শন করছেন সংস্থার কর্মী ও নারী নেত্রীবৃন্দ।

২. সহিংসতা শিকার নারীর তথ্য সংগ্রহ করছেন সংস্থার প্রধান নির্বাহী মিজ শেফালিকা ত্রিপুরা, সংস্থার সম্পাদিকা মিজ শাপলা দেবী ত্রিপুরা ও উইমেন রিসোর্স নেটওয়ার্কের খাগড়াছড়ি জেলার জেলা সমন্বয়কারী মিজ লালসা চাকমা।

১. হেডম্যান, কার্বারী, আইনজীবি ও নারী নেত্রীবৃন্দের উপস্থিতিতে সামজিক বিচারের মাধ্যমে বিরোধ নিস্পত্তি।

২. উপজেলা মহিলা ভাইস-চেয়ারম্যান মিজ বিউটি রানী ত্রিপুরা, সংস্থার প্রধান নির্বাহী মিজ শেফালিকা ত্রিপুরা, গোলাবাড়ী ইউপি চেয়ারম্যান জ্ঞান বিকাশ ত্রিপুরা, খাগড়াছড়ি সদর ইউপি চেয়ারম্যান আম্যে মারমাসহ গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে সামজিক বিচারের মাধ্যমে বিরোধ নিস্পত্তি।

(২) জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস উদ্‌যাপন-

সংস্থার একক উদ্যোগে এবং সরকারী-বেসরকারী বিভিন্ন সংস্থার সাথে সমন্বিতভাবে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবসসমূহ (২১ ফেব্রুয়ারী আর্ন্তজাতিক মাতৃভাষা দিবস, ০৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস, ২৬ মার্চ স্বাধীনতা দিবস, ১২-১৪ এপ্রিল বৈসু-সাংগ্রাই-বিজু উৎসব ও বাংলা নববর্ষ, ০৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস, ০৯ আগষ্ট বিশ্ব আদিবাসী দিবস, ১৫ অক্টোবর গ্রামীণ নারী দিবস, ২৫ নভেম্বর নারীর প্রতি সহিংসতার বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক প্রতিবাদ দিবস, ০২ ডিসেম্বর ঐতিহাসিক পার্বত্য চুক্তি দিবস, ১০ ডিসেম্বর বিশ্ব মানবাধিকার দিবস, ১৬ ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস ইত্যাদি) উপলক্ষে বিভিন্ন কর্মসূহী গ্রহণ করার পাশাপাশি উক্ত দিবস উপলক্ষে স্থানীয় প্রশাসন কর্তৃক আয়োজিত কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করা হয়।

১. ১৫ অক্টোবর গ্রামীণ নারী দিবস উপলক্ষে অত্র সংস্থাসহ স্থানীয় এনজিওদের সমন্বয়ে গঠিত "আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবস উদযাপন কমিটি, খাগড়াছড়ি"র উদ্যোগে আয়োজিত র‍্যালীতে জেলা প্রশাসক, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক, সংস্থার প্রধান নির্বাহীসহ নারী নেত্রীবৃন্দ।

২. ঐতিহাসিক পার্বত্য চুক্তি দিবস উপলক্ষে পার্বত্য জেলা পরিষদ কর্তৃক আয়োজিত বর্ণাঢ্য র‍্যালীতে সংস্থার প্রধান নির্বাহীসহ সংস্থার সদস্য ও কর্মীবৃন্দ।

১. ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে অত্র সংস্থাসহ স্থানীয় এনজিওদের সমন্বয়ে গঠিত "আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপন কমিটি, খাগড়াছড়ি"র উদ্যোগে আয়োজিত প্রীতি ফুটবল ম্যাচে অংশগ্রহণের চিত্র।

২. দুর্নীতি বিরোধী দিবস ও বেগম রোকেয়া দিবস উপলক্ষে জেলা প্রশাসন কর্তৃক আয়োজিত র‍্যালীতে সংস্থার প্রধান নির্বাহীসহ সংস্থার সদস্য ও কর্মীবৃন্দ।

১. ২৫ নভেম্বর নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক প্রতিবাদ দিবস উপলক্ষে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে সংস্থার প্রধান নির্বাহীসহ নারী নেত্রীবৃন্দ।

২. ২১ ফেব্রুয়ারী আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে অত্র সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত র‍্যালী, আলোচনা সভা, কবিতা আবৃতি, চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে সংস্থার কর্মীবৃন্দ।

১. ২১ ফেব্রুয়ারী আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে শহীদ মিনারে সংস্থার পক্ষ থেকে শ্রদ্ধাঞ্জলী জানাচ্ছেন সংস্থার কর্মীবৃন্দ।

২. ১৬ ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে স্মৃতি সৌধে সংস্থার পক্ষ থেকে শ্রদ্ধাঞ্জলী জানাচ্ছেন সংস্থার কর্মীবৃন্দ।

(৩) নারী সহিংসতা প্রতিরোধ ও নারী অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষে বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ-

জাতীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ের বিভিন্ন নেটওয়ার্ক-এর সাথে সম্পৃক্ত হয়ে নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা প্রতিরোধ ও নারী অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষে উদ্বুদ্ধকরণ সভা, সেমিনার, সাংবাদিক সম্মেলন, কর্মশালা, মাবনবন্ধন ও র‍্যালীসহ বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচী গ্রহণ করে থাকে। নেটওয়ার্কসমূহ হচ্ছে- পার্বত্য চট্টগ্রাম ওইমেন রিসোর্স নেটওয়ার্ক, দুর্বার নেটওয়ার্ক কর্মসূচী, পার্বত্য চট্টগ্রাম নারী সংগঠন নেটওয়ার্ক, সিএসআরএল, সিএসআরএল-জেন্ডার, তামাক বিরোধী নারী জোট, সুশাসনের জন্য প্রচার অভিযান, উদ্যমে উত্তরণে শতকোটি, আইএফইএস, শান্তি ও সম্প্রীতিতে নারী মঞ্চ ইত্যাদি।

বেসরকারী বিভিন্ন নেটওয়ার্কের পাশাপাশি অত্র সংস্থা ও সংস্থার প্রধান নির্বাহী এবং সংস্থার সম্পাদিকা নারী ও শিশুদের উন্নয়নের লক্ষে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান যেমন- জেলা প্রশাসন, পুলিশ সুপারের কার্যালয়, সমাজসেবা অধিদপ্তর ও মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর কর্তৃক গঠিত কমিটির সদস্য হিসেবে সক্রিয় ভুমিকা পালন করে থাকে। গঠিত কমিটিসমূহ হচ্ছে- (ক) জেলা

মহিলা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটি, (খ) জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা, খাগড়াছড়ি জেলা কমিটি, (গ) কারাগারে থাকা শিশু-কিশোরদের অবস্থা উন্নয়নের লক্ষে গঠিত জেলা টাস্কফোর্স কমিটি, খাগড়াছড়ি জেলা, (ঘ) অপরাধী সংশোধন ও পুনর্বাসন সমিতি, খাগড়াছড়ি, (ঙ) নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ সেল, (চ) সদর হাসপাতাল পরিচালনা কমিটি ইত্যাদি।

১. কেএমকেএস, সিএইচটি ওমেন্স এ্যাকটিভিস্ট ফোরাম ও বিএনপিএস কর্তৃক "প্রথাগত আইনে পার্বত্য আদিবাসী নারীদের সমানাধিকার নিশ্চিতকরন"এর দাবীতে মানব বন্ধনে সংস্থার প্রধান নির্বাহীসহ নারী নেত্রীবৃন্দ।

২. ইউমেন্স অ্যাকটিভ ভয়েস ইন-ইলেকশনস্ এ্যাডবাইজারি গ্রুপের সদস্য সংস্থা হিসেবে কেএমকেএস ও কাবিদাং-এর সমন্বয়ে "নির্বাচনকে ঘিরে নারীর উপর সহিংসতাকে না বলুন"- এই প্রতিপাদ্য বিষয়ের উপর মানব বন্ধনে সংস্থার প্রধান নির্বাহী, সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, সদর উপজেলার চেয়ারম্যান, নারী নেত্রীবৃন্দসহ সুশীল সমাজের প্রতিনিধিবৃন্দ।

১. বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ (বিএনপিএস)'র সহায়তায় আয়োজিত "প্রথাগত আইনে আদিবাসী নারীর অবস্থান" শীর্ষক কর্মশালায় বিএনপিএস-এর পরিচালক, সংস্থার প্রধান নির্বাহীসহ খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার হেডম্যান ও কার্বারীবৃন্দ।

২. "নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের করনীয়" শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালায় ফ্যাসিলিটেটর এ্যাডঃ অনুপম চাকমা, সংস্থার প্রধান নির্বাহীসহ খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলাস্থ ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যবৃন্দ।

১. "নারী নেতৃত্ব বিকাশ ও সাংগঠনিক দক্ষতা উন্নয়ন" শীর্ষক প্রশিক্ষণে সহায়ক মিজ মনীষা তালুকদার ও কাজল বরন ত্রিপুরা, সংস্থার প্রধান নির্বাহীসহ প্রশিক্ষনার্থীবৃন্দ।

২. "পরিবার ও সমাজে নারী নির্যাতন ও প্রথাগত আইন" শীর্ষক মতবিনিময় সভায় উপস্থিত হেডম্যান ক্ষেত্র মোহন রোয়াজা, নারী হেডম্যান ও দিঘীনালা উপজেলার মহিলা ভাইস-চেয়ারম্যান মিজ গোপাদেবী চাকমা, সংস্থার প্রধান নির্বাহী, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ সদস্য আশুতোষ চাকমা, জেলা কার্বারী এসোসিয়েশনের সভাপতি ও সদর উপজেলার ভাইস চেয়ারম্যান রনিক ত্রিপুরা।

১. সিএসআরএল-এর সহায়তায় আয়োজিত "পার্বত্য নারীর সম্পত্তি উত্তরাধিকার নিশ্চিতকরন বিষয়ক" কর্মশালার উদ্বোধনী অধিবেশনে সংস্থার প্রধান নির্বাহী, সদর উপজেলা ইউএনও, নারী নেত্রী ইন্দিরা দেবী চাকমা, জেলা হেডম্যান এসোসিয়েশনের সম্পাদক, দিঘীনালা উপজেলার মহিলা ভাইস-চেয়ারম্যান মিজ শতরূপা চাকমা।

২. সিএসআরএল-এর সহায়তায় আয়োজিত খাদ্য উৎসবে সফল নারী কৃষককে সন্মাননা প্রদান করছেন খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান বাবু কুজেন্দ্র লাল ত্রিপুরা, পাহাড়ী কৃষি গবেষনা কেন্দ্রে প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, সংস্থার ভারপ্রাপ্ত নির্বাহী পরিচালক শাপলা দেবী ত্রিপুরাসহ অতিথিবৃন্দ।

১. "নারী-পুরুষ সমতা, প্রথাগত আইন ও বিবাহ নিবন্ধনঃ আমাদের করনীয়" শীর্ষক বার্ষিক সেমিনারে নারী হেডম্যান-কার্বারী এসোসিয়েশনের আহবায়ক মিজ জয়া ত্রিপুরা, খাগড়াছড়ি সদর উপজেলার মহিলা ভাইস-চেয়ারম্যান মিজ বিউটি রানী ত্রিপুরা, সংস্থার প্রধান নির্বাহী মিজ শেফালিকা ত্রিপুরা, মং সার্কেলের চীফ বাবু সাচিংপ্রু চৌধুরী, জেলা হেডম্যান এসোসিয়েশনের সম্পাদক বাবু স্বদেশ প্রীতি চাকমা।

২. বিবাহ বিচ্ছেদ প্রতিরোধের লক্ষে গৃহীত কার্যক্রমের অংশ হিসেবে সংস্থার প্রধান নির্বাহীর উপস্থিতিতে বিবাহ নিবন্ধনের মাধ্যমে বিবাহ কার্য সম্পাদনের চিত্র।

৩. "নারীর উপর প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রভাব" শীর্ষক সংবাদ সম্মেলন।

৪. বিএনপিএস সহায়তায় আয়োজিত "পরিবার ও সমাজে নারী নির্যাতন ও প্রথাগত আইন" শীর্ষক সভায় জেলা কার্বারী এসোসিয়েশনের সভাপতি ও সদর উপজেলার ভাইস চেয়ারম্যান রনিক ত্রিপুরা, সংস্থার প্রধান নির্বাহী, সদর উপজেলা চেয়ারম্যান ও হেডম্যানবৃন্দ।

(৪) বার্ষিক বনভোজন/পূনর্মিলনী ও প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালন-

সংস্থার কার্যনির্বহী সদস্য, সাধারন সদস্য, সংস্থার কর্মী, সরকারী-বেসরকারী সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ, সংস্থার শুভাকাঙ্খী ও সংস্থার সুবিধাভোগীদের অংশগ্রহণে ১২ মার্চ সংস্থার প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে প্রতি বছর বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণের পাশাপাশি বার্ষিক বনভোজন/পূনর্মিলনী অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়।

১. "বার্ষিক পূনর্মিলনী ২০০৯" অনুষ্ঠানে তৃনমূল উন্নয়ন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক, মহালছড়ি উপজেলার মহিলা ভাইস-চেয়ারম্যান, জেলা প্রশাসক, পাহাড়ী কৃষি গবেষনা কেন্দ্রের বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, সিন্দুকছড়ি ইউপি চেয়ারম্যানসহ নারী নেত্রীবৃন্দ ও কর্মীবৃন্দ।

২. "বার্ষিক বনভোজন ২০১২" অনুষ্ঠানে নারী নেত্রীবৃন্দ, খাগড়াছড়ি সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, মহালছড়ি উপজেলার মহিলা ভাইস-চেয়ারম্যান, মাটিরাঙ্গা উপজেলার উপজেলা চেয়ারম্যান, সদর উপজেলার উপজেলা চেয়ারম্যানসহ আগত অতিথিবৃন্দ।

১. "বার্ষিক বনভোজন ২০১২" অনুষ্ঠানে বালিশ খেলার বিশেষ দৃশ্যে সিন্দুকছড়ি ইউপি চেয়ারম্যান, সদর উপজেলার মহিলা ভাইস-চেয়ারম্যানসহ সংস্থার সদস্য ও কর্মীবৃন্দ।

২. "বার্ষিক বনভোজন ২০১৫" অনুষ্ঠানে নারী নেত্রী, সংস্থার সম্পাদিকা, শহর সমাজসেবা কর্মকর্তা মিজ রোকেয়া বেগম, জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা মাধবী বড়ুয়া, সদর উপজেলার মহিলা ভাইস-চেয়ারম্যানসহ সংস্থার সদস্য ও কর্মীবৃন্দ।

১. প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সংস্থার কার্যনির্বাহী সদস্য, সাধারন সদস্য ও কর্মীবৃন্দ।

২. "বার্ষিক বনভোজন অনুষ্ঠানে সরকারী কর্মকর্তা, সংস্থার সদস্য ও কর্মীবৃন্দ।

(৫) কোমড় তাঁত বুনন, প্রদর্শনী ও বিক্রয় কার্যক্রম-

সংস্থার সাধারন সদস্য ও কোমড় তাঁতে আগ্রহী নারীদের সমন্বয়ে "বুনন দল" গঠন করা হয়। বুনন দলের সদস্যদের ইউএনডিপি-সিএইচটিপিএফ এর সহযোগিতায় হস্তশিল্প, তাঁত শিল্প, প্রাকৃতিক রং করন, বাজারজাতকরণ ইত্যাদি বিষয়ে দক্ষতা বুদ্ধিমূলক প্রশিন প্রদান করা হয়। বুনন দলের কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে ঐতিহ্যবাহী কোমড় তাঁতকে যুগোপযোগী ডিজাইনের মাধ্যমে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মাঝে জনপ্রিয় ও প্রসার করার মাধ্যমে দলের সদস্যদের অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করার প্রচেষ্টা চালানো হয়। বুনন দলের মাধ্যমে উৎপাদিত পণ্য বিভিন্ন মেলায় প্রদর্শন ও বিক্রয় করা হয়। এছাড়াও নিজস্ব বিক্রয় কেন্দ্রের মাধ্যমে উৎপাদিত পণ্যসমূহ বিক্রয় করা হয়।

১. সূতায় প্রাকৃতিক রং করার জন্য রং সিদ্ধ করছেন বুনন দলের সদস্যবৃন্দ।

২. সূতায় প্রাকৃতিক রং করার কাজে ব্যস্ত বুনন দলের সদস্যবৃন্দ।

১. বুনন দলের সদস্য কর্তৃক কোমড় তাঁতে রিনাই (পিনন) বুনন পরিদর্শন করছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বানিজ্য উপদেষ্টা (উপ-মন্ত্রী মর্যাদা সম্পন্ন) জনাব বরকত উল্লাহ বুলু এবং ২৯৮নং সংসদীয় আসনের সাংসদ ও পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান ((উপ-মন্ত্রী মর্যাদা সম্পন্ন) জনাব আব্দুল ওয়াদুদ ভুঁইয়া।

২. কোমড় তাঁতের মাধ্যমে বুননকৃত কাপড় প্রদর্শনী ও বিক্রয় কেন্দ্রে সংস্থার কর্মীবৃন্দ।

সংস্থা ও সংস্থার প্রধান নির্বাহী'র বিশেষ অর্জন-

- সমাজসেবায় বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ সংস্থার প্রধান নির্বাহী মিজ শেফালীকা ত্রিপুরা পাক্ষিক অনন্যা পত্রিকা কর্তৃক জাতীয় পর্যায়ে প্রদত্ত "অনন্যা শীর্ষদশ ২০০৬" সন্মাননা লাভ;
- ৮ মার্চ, ২০০৮ আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার "আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপন কমিটি" কর্তৃক তিন পার্বত্য জেলার "অনন্যা শীর্ষ দশ সন্মাননা প্রাপ্ত পার্বত্য নারীর সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে সন্মাননা লাভ;
- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রনালয় কর্তৃক আয়োজিত "জয়িতা অন্বেষন ২০১৩"-এর খাগড়াছড়ি জেলার জন্য সংস্থার প্রধান নির্বাহী মিজ শেফালীকা ত্রিপুরা নারী সংগঠক হিসেবে পুরস্কার লাভ;
- খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় নারী সংগঠক হিসেবে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত "গুণীজন সংবর্ধনা-২০১৫"-এ সংস্থার প্রধান নির্বাহী মিজ শেফালীকা ত্রিপুরা বিশেষ সন্মননা লাভ;
- ১৭ জানুয়ারী, ২০১৫ মোনঘরের ৪০ বর্ষপূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত সন্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানে "পার্বত্য চট্টগ্রামে নারীর অধিকার ও ক্ষমতায়নে বিশেষ অবদান"এর জন্য সংস্থার প্রধান নির্বাহী মিজ শেফালীকা ত্রিপুরা স্বীকৃতিস্বরূপ সন্মাননা লাভ;
- আন্তর্জাতিক নারী দিবস, ২০১৭ উপলক্ষে উইমেন এন্টারপ্রেনার এসোসিয়েশন অফ বাংলাদেশ (ওয়েব) কর্তৃক "পার্বত্য চট্টগ্রামে নারীর ক্ষমতায়নে বিশেষ অবদান"এর জন্য সংস্থার প্রধান নির্বাহী মিজ শেফালীকা ত্রিপুরা সন্মাননা লাভ;

১. তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রনালয়ের উপদেষ্টা গীতি আরা সাফিয়া চৌধুরী'র কাছ সমাজ সেবায় বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ পাক্ষিক অনন্যা পত্রিকা কর্তৃক জাতীয় পর্যায়ে প্রদত্ত "অনন্যা শীর্ষদশ ২০০৬" সন্মাননা গ্রহণ করছেন সংস্থার প্রধান নির্বাহী মিজ শেফালীকা ত্রিপুরা।

২. ৮ মার্চ, ২০০৮ আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার "আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপন কমিটি " কর্তৃক তিন পার্বত্য জেলার "অনন্যা শীর্ষ দশ সন্মাননা প্রাপ্ত পার্বত্য নারীর সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মহোদয়ের কাছ থেকে সন্মাননা গ্রহণ করছেন সংস্থার সভানেত্রী ও প্রধান নির্বাহী মিজ শেফালিকা ত্রিপুরা।

১. খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার মাননীয় জেলা প্রশাসক মহোদয়ের কাছ থেকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রনালয় কর্তৃক আয়োজিত "জয়িতা অন্বেষন ২০১৩"-এ খাগড়াছড়ি জেলায় সমাজ সেবায় বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ পুরস্কার গ্রহণ করছেন সংস্থার প্রধান নির্বাহী মিজ শেফালীকা ত্রিপুরা।

২. খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ কর্তৃক আয়োজিত "গুণীজন সংবর্ধনা-২০১৫খ্রিঃ" অনুষ্ঠানে ২৯৮নং সংসদীয় আসনের মাননীয় সাংসদ, খাগড়াছড়ি রিজিয়নের রিজিয়ন কমান্ডার, খাগড়াছড়ি জেলার জেলা প্রশাসক ও খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মহোদয়ের কাছ থেকে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় নারী সংগঠক হিসেবে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ সন্মননা গ্রহণ করছেন সংস্থার প্রধান নির্বাহী মিজ শেফালীকা ত্রিপুরা।

১. মোনঘরের ৪০ বর্ষপূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত সন্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানে "পার্বত্য চট্টগ্রামে নারী অধিকার ও ক্ষমতায়নে বিশেষ অবদানের জন্য স্বীকৃতিস্বরূপ রাঙ্গামাটি জেলা পরিষদের মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয়ের কাছ থেকে সন্মাননা গ্রহণ করছেন সংস্থার প্রধান নির্বাহী মিজ শেফালীকা ত্রিপুরা।

২. আন্তর্জাতিক নারী দিবস, ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ উপলক্ষে উইমেন এন্টারপ্রেনার এসোসিয়েশন অফ বাংলাদেশ (ওয়েব) কর্তৃক পার্বত্য চট্টগ্রামে নারীর ক্ষমতায়নে বিশেষ অবদানের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা (মন্ত্রী পদমর্যাদা), শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু, আমেরিকান এম্বাসির রাষ্ট্রদূত-এর কাছ থেকে সন্মাননা গ্রহণ করছেন সংস্থার প্রধান নির্বাহী মিজ শেফালীকা ত্রিপুরা।

বীরঙ্গনা মিজ চাইন্ডাউ মারমাকে নারী পক্ষের সহায়তায় সংস্থার পক্ষ থেকে অক্টোবর, ২০১৪ খ্রিস্টাব্দ হতে আমৃত্যু পর্যন্ত মাসিক ১,২০০/- টাকা হারে সন্মানি ভাতা প্রদান করা হয়। পাড়ার কার্বারীর উপস্থিতিতে মাসিক সন্মানি ভাতা প্রদান করছেন সংস্থার প্রধান নির্বাহী।

প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নের স্থির চিত্র-

(১) নারী ক্ষমতায়ন প্রকল্প-

দলের সদস্যদের দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণে দলীয় কার্যক্রমের চিত্র।

(২) বসতবাড়ীর আঙ্গিনায় সবৃজি চাষের মাধ্যমে আয়বর্ধনমূলক কর্মসূচী-

১. মাঠ দিবস উদযাপনে প্রদর্শনী প্লট পরিদর্শনরত পাহাড়ী কৃষি গবেষনা কেন্দ্রের বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, প্রকল্পের কর্মী ও প্রকল্পের সুবিধাভোগী সদস্যবৃন্দ।

২. অভিজ্ঞতা বিনিময়ের লক্ষে আয়োজিত শিক্ষা সফরে সফল কৃষকের প্লট পরিদর্শনরত উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা, ব্লক সুপারভাইজার, প্রকল্পের কর্মী ও সুবিধাভোগী সদস্যবৃন্দ।

১. মাঠ দিবস উদযাপনকালীন প্রদর্শনী প্লট পরিদর্শনরত উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা, প্রকল্পের কর্মী ও প্রকল্পের সুবিধাভোগী সদস্যবৃন্দ।

২. প্রকল্পের সহায়তায় চাষাবাদকৃত সফল কৃষককে সন্মাননা প্রদান করছেন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক মিজ শেফালিকা ত্রিপুরা।

(৩) উপ- আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা-

১. শিক্ষার্থীদের পাঠদান কার্যক্রম পরিদর্শনরত সংস্থার প্রধান নির্বাহী।
২. পাঠদানের পাশাপাশি বিনোদনমূলক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে নৃত্য পরিবেশনরত শিক্ষার্থীবৃন্দ।

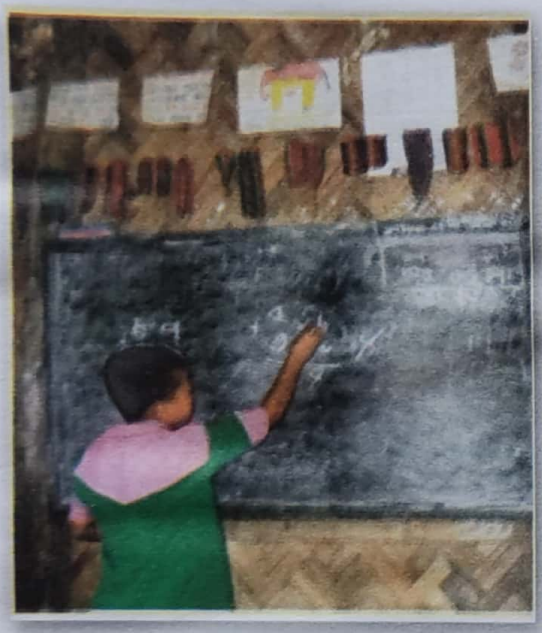
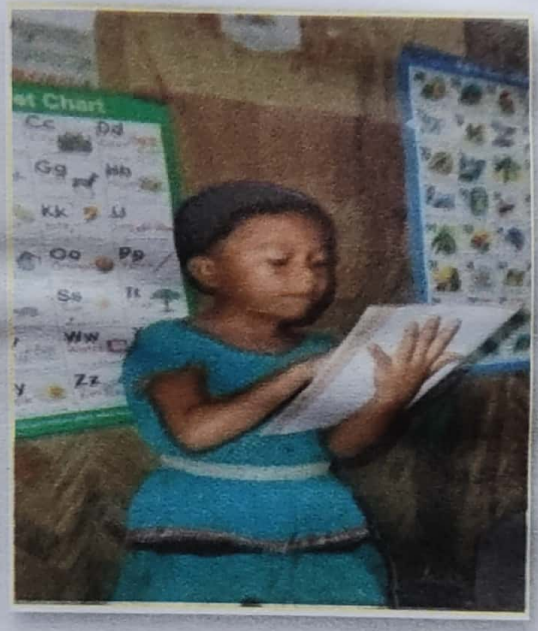

শ্রেণী কার্যক্রমে শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণের চিত্র

১. শিক্ষার্থীদের পাঠদান কার্যক্রম পরিদর্শনরত সংস্থার প্রধান নির্বাহী।
২. শিক্ষা কার্যক্রম পরিদর্শনের সময় সংস্থার প্রধান নির্বাহী, প্রকল্পের কর্মী, অভিভাবক ও শিক্ষার্থীবৃন্দ।

(৪) জন-সমষ্টি ক্ষমতায়ন এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন কার্যক্রম-

১. প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম পরিদর্শনরত ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্যবৃন্দ, পার্বত্য মন্ত্রনালয়ের সচিব, ইউএনডিপি-সিএইচটিডিএফ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকসহ উর্ধতন কর্মকর্তাবৃন্দ।

২. প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম পরিদর্শনরত পার্বত্য মন্ত্রনালয়ের সচিব, সিন্দুকছড়ি ইউনিয়নের চেয়ারম্যানসহ ইউএনডিপি-সিএইচটিডিএফ প্রকল্পের উর্ধতন কর্মকর্তাবৃন্দ।

১. প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম পরিদর্শনরত ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্যবৃন্দ ও ইউএনডিপি-সিএইচটিডিএফ প্রকল্পের উর্ধতন কর্মকর্তাবৃন্দ।

২. প্রকল্পের সহায়তায় আয়োজিত কৃষি মেলায় স্টল পরিদর্শনরত মাননীয় জেলা প্রশাসক, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, উপজেলা চেয়ারম্যান, উপজেলা ভাইস-চেয়ারম্যানসহ সংস্থার ভারপ্রাপ্ত নির্বাহী পরিচালক মিজ শাপলা দেবী ত্রিপুরা।

১. প্রকল্পের সহায়তায় বাস্তবায়িত "ধান ঘোলা" হতে ধান সংগ্রহ করছেন প্রকল্পের সুবিধাভোগী সদস্য।

২. পাড়া নারী উন্নয়ন কমিটির দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী সদস্যবৃন্দ।

(৫) সুশাসনের লক্ষ্যে পার্বত্য নারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি-

১. জেন্ডার সংবেদনশীল বিষয়ক প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী অধিবেশনে বান্দরবান সদরের উপজেলা নির্বাহী অফিসারসহ নারী নেত্রীবৃন্দ।

২. প্রকল্পের সহায়তায় আয়োজিত ২য় পার্বত্য নারী সম্মেলনে খাগড়াছড়ি জেলার অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, দুর্বার নেটওয়ার্ক কর্মসূচী'র কেন্দ্রীয় সভানেত্রী, জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তাসহ নারী নেত্রীবৃন্দ।

১. সহিংসতা শিকার নারীর সুবিচার নিশ্চিতকরণের লক্ষে সুধীজনের সাথে মতবিনময় সভায় সংস্থার নির্বাহী পরিচালকসহ সন্মানিত সূধীজন।

২. সহিংসতা শিকার নারীর তথ্য সংগ্রহ বিষয়ক কর্মশালায় প্রকল্পের কর্মসূচী সমন্বয়কারী, সংস্থার নির্বাহী পরিচালক, খাগড়াছড়ি সদর উপজেলার মহিলা ভাইস-চেয়ারম্যান, সদর উপজেলার নির্বাহী অফিসার ও জাবারাং কল্যাণ সমিতির নির্বাহী পরিচালক।

১. জেন্ডার সংবেদনশীলতার উপর প্রশিক্ষণে দলীয় কার্যক্রম উপস্থাপনের চিত্র।

২. জেলা পর্যায়ের নারী নেত্রী ও নারী অধিকার কর্মীদের সাথে মতবিনিময় সভায় সংস্থার সম্পাদিকা, সংস্থার নির্বাহী পরিচলকসহ নারী নেত্রীবৃন্দ।

(৬) সুশাসন ও টেক্‌সই উন্নয়নে পার্বত্য জনগণের অংশগ্রহণ প্রকল্প-

১. প্রকল্পের সহায়তায় গরীব ও অসহায়দের মাঝে শীত বস্ত্র বিতরণী অনুষ্ঠানে সিন্দুকছড়ি ইউপি সদস্য, মহালছড়ি উপজেলার ইউএনও, সংস্থার প্রধান নির্বাহী, খাগড়াছড়ি জেলার জেলা প্রশাসক, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক, সিন্দুকছড়ি ইউপি চেয়ারম্যান ও জাবারাং-এর নির্বাহী পরিচালক।

২. প্রকল্পের কার্যক্রম বিষয়ে ইউনিয়ন পর্যায়ে মতবিনিময় ও আলোচনা সভায় সংস্থার কর্মসূচী সমন্বয়কারী, এলাকার গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও সুবিধাভোগী সদস্যবৃন্দ।

১. প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম পরিদর্শনরত সিন্দুকছড়ি ইউপি চেয়ারম্যান, সংস্থার প্রধান নির্বাহী, সম্পাদিকা, কর্মীবৃন্দ ও পিডিসি'র সদস্যবৃন্দ।

২. প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শনরত প্রকল্পের কর্মীবৃন্দ ও পিডিসি'র সদস্যবৃন্দ।

১. ২১ ফেব্রুয়ারী আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে আয়োজিত র‍্যালী, আলোচনা সভা, কবিতা আবৃতি, চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে পিএনডিজি'র নেত্রীবৃন্দ, সংস্থার প্রধান নির্বাহী, উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা, সিন্দুকছড়ি ইউপি চেয়ারম্যান।

২. ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে আগত নারীদের পুরুষ সদস্য কর্তৃক ফুল দিয়ে অভ্যর্থনা।

(৭) জনসমষ্টি স্বাস্থ্য উন্নয়ন কর্মসূচী-

১. মৌলিক স্বাস্থ্য শিক্ষা বিষয়ক প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী অধিবেশনে প্রকল্পের কর্মসূচী সহায়ক, প্রশিক্ষনের সহায়ক উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা পরিদর্শিকা, সংস্থার নির্বাহী পরিচালক, প্রশিক্ষণের সহায়ক উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, প্রকল্পে নিয়োজিত ডাক্তারসহ অংশগ্রহণকারীবৃন্দ।

২. মৌলিক স্বাস্থ্য শিক্ষা বিষয়ক ফলোআপ প্রশিক্ষণের অধিবেশনে প্রশিক্ষনের সহায়ক উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা পরিদর্শিকা, প্রকল্পের কর্মী ও অংশগ্রহণকারীবৃন্দ।

১. স্বাস্থ্য শিক্ষা বিষয়ক নাট্য প্রদর্শনের বিশেষ দৃশ্যে নাট্য কর্মী ও পাড়াবাসী।

২. ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে প্রকল্পের অর্থায়নে বিনামূল্যে মশারি বিতরণ করছেন সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য ও প্রকল্পের কর্মী।

১. বিনামূল্যে প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা ও ঔষধ সরবরাহ করছেন প্রকল্পে নিয়োজিত ডাঃ জাকির হোসনে।

২. নিরাপদ মাতৃত্ব নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে "ধাত্রী বিদ্যা"র উপর প্রশিক্ষণ অধিবেশনে প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষাণার্থীবৃন্দ।

(৮) নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ কার্যক্রম-

১. অভিজ্ঞতা বিনিময় ও নারীর আত্মকর্মসংস্থানের জন্য চেক বিতরণী অনুষ্ঠানে ২৯৮নং সংসদীয় আসনের মাননীয় সাংসদ বাবু কুজেন্দ্র লাল ত্রিপুরা ও নারী নেত্রীবৃন্দ।

২. অভিজ্ঞতা বিনিময় ও নারীর আত্মকর্মসংস্থানের জন্য চেক বিতরণী অনুষ্ঠানে সংস্থার প্রধান নির্বাহী, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদের মাননীয় চেয়ারম্যান বাবু চাইথোঅং মারমা, খাগড়াছড়ি জজ কোর্টের পিপি বাবু বিধান কানুনগো।

১. আত্মকর্মসংস্থানের লক্ষে প্রাপ্ত অর্থ দিয়ে গড়ে তোলা নিজ দোকানে কাপড় সেলাইরত প্রকল্পের সুবিধাভোগী।

২. আত্মকর্মসংস্থানের লক্ষে প্রাপ্ত অর্থ দিয়ে গড়ে তোলা নিজ বাগানে (পানের বরজ, গুড়া কচু ও হলুদ চাষ) প্রকল্পের সুবিধাভোগী।

১. "নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে আইনগত ও সামাজিকভাবে করণীয়" শীর্ষক সচেতনতামূলক সভায় আইনজীবি, সংবাদকর্মী, খাগড়াছড়ি জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, খাগড়াছড়ি সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও প্রেস ক্লাবের সাধারন সম্পাদক ।

২. "নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে আইনগত ও সামাজিকভাবে করণীয়" শীর্ষক সচেতনতামূলক সভায় মুক্ত আলোচনায় অংশগ্রহণরত শিক্ষার্থী।

১. সহিংসতা শিকার নারীর তথ্য সংগ্রহ ও প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ বিষয়ক প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে জেলা বার কাউন্সিলের সাধারন সম্পাদক, সদর উপজেলার মহিলা ভাইস-চেয়ারম্যান, সংস্থার প্রধান নির্বাহী ও একুশে টিভির জেলা প্রতিনিধি।

২. দুর্বার নেটওয়ার্ক চট্টগ্রাম অঞ্চলের সদস্য সংগঠনের প্রতিনিধিদের নিয়ে কর্ম-অভিজ্ঞতা বিনিময়ের লক্ষে অনুষ্ঠিত আঞ্চলিক সমন্বয় সভায় সংস্থার প্রধান নির্বাহী ও নারী নেত্রীবৃন্দ।

১. সহিংসতা শিকার নারীর তথ্য সংগ্রহ করছেন সংস্থার প্রধান নির্বাহী ও কর্মীবৃন্দ।

২. নারী অধিকার ও জেন্ডার সংবেদনশীলতার উপর প্রশিক্ষণে সহায়ক ও অংশগ্রহণকারীবৃন্দ।

(৯) প্রান্তিক পর্যায়ে স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে জন-উদ্যোগ-

১. স্বাস্থ্য সেবার মান উন্নয়নের লক্ষে ইউনিয়ন পর্যায়ে অনুষ্ঠিত সংলাপ অনুষ্ঠানে ইউনিয়ন চেয়ারম্যান, স্বাস্থ্য বিভাগে কার্যক্রম বাস্তবায়নকারী সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ ও এলাকার গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

২. স্বাস্থ্য সেবার মান উন্নয়নের লক্ষে উপজেলা পর্যায়ে অনুষ্ঠিত সংলাপ সভায় মহালছড়ি উপজেলার ভাইস-চেয়ারম্যানদ্বয়, উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও হাসপাতালের আবাসিক চিকিৎসক।

১. ক্লিনিক ব্যবস্থাপনা কমিটির বার্ষিক কর্ম-পরিকল্পনা প্রনয়ণ শীর্ষক সভায় উপস্থিত গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও এলাকাবাসী।
২. স্বাস্থ্য শিক্ষা বিষয়ক সচেতনতামূলক সভা পরিচালনা করছেন প্রকল্পের কর্মী মিজ স্বপ্না চাকমা।

(১০) খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার প্রান্তিক ও অনগ্রসর যুব নারীদের সমতা বৃদ্ধি-

১. নারী অধিকার বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণে দলীয় কার্যক্রম উপস্থাপন করছেন অংশগ্রহণকারীবৃন্দ।
২. যুব নারীদের নেতৃত্ব বিকাশ বিষয়ক প্রশিক্ষণে দলীয় কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা করছেন অংশগ্রহণকারীবৃন্দ।

১. যুব নারীদের নেতৃত্ব বিকাশে একে অপরের মধ্যে কিভাবে নেটওয়ার্কিং গড়ে তুলতে হয় তার নমূনা চিত্র উপস্থাপন করছেন অংশগ্রহণকারীবৃন্দ।
২. নারী অধিকার বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিকরনমূলক প্রশিক্ষণে সহায়ক ও অংশগ্রহণকারীবৃন্দ।

১. তৃনমূল পর্যায়ে যুব নারীদের নেতৃত্ব বিষয়ক অভিজ্ঞতা বিনিময় কর্মশালা ও প্রকল্পের মাধ্যমে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যুব-নারীদের সার্টিফিকেট বিতরনী অনুষ্ঠানে সংস্থার সম্পাদিকা, সদর উপজেলার চেয়ারম্যান ও ভাইস-চেয়ারম্যান অংশগ্রহণকারী যুব নারী।

২. তৃনমূল পর্যায়ে যুব নারীদের নেতৃত্ব বিষয়ক অভিজ্ঞতা বিনিময় কর্মশালা ও প্রকল্পের মাধ্যমে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যুব-নারীদের সার্টিফিকেট বিতরনী অনুষ্ঠানে সার্টিফিকেট প্রদান করছেন সংস্থার সম্পাদিকা, সদর উপজেলার চেয়ারম্যান ও ভাইস-চেয়ারম্যান।

(১১) ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ টু প্রোমোট ট্রান্সফরমিং অফ ইয়োথ এন্ড এডোলেসেন্ট (দীপ্ত)-

১. ব্যাগ বুনন প্রশিক্ষনে প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষনার্থী যুব নারী।

২. ব্লক, বাটিক ও বুটিক প্রশিক্ষনে প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষনার্থীবৃন্দ।

১. বিউটিফিকেশন প্রশিক্ষনে প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষনার্থী যুব নারী।

২. নার্সারী ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষনে প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষনার্থীবৃন্দ।

১. যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ও কেএমএস'র দীপ্ত প্রকল্পের যৌথ সহায়তায় "যুব দিবস" উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার জেলা প্রশাসক, ২৯৮নং সংসদীয় আসনের সাংসদ, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও সংস্থার ভারপ্রাপ্ত নির্বাহী পরিচালক মিজ শাপলা দেবী ত্রিপুরা।

২. প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গ্রুপের সদস্যদের মাঝে আয়বর্ধনমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষে সুদবিহীন লোনের চেক বিতরণ করছেন সংস্থার প্রধান নির্বাহী, দাতা সংস্থার প্রোগ্রাম ম্যানেজার, মহালছড়ি উপজেলার উপজেলা চেয়ারম্যান ও উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা।

(১২) পার্বত্য অঞ্চলে বিকল্প উন্নয়নের জন্য কর্ম-গবেষণা ও সুশাসনের জন্য সক্ষমতা বৃদ্ধি প্রকল্প-

১. বাৎসরিক গ্রাম সভায় এলাকার গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গসহ পাড়াবাসী।

২. পাড়া পর্যায়ে অনুষ্ঠিত অংশগ্রহনমূলক কর্মশালা পিডিসি সদস্যবৃন্দ।

১. প্রকল্পের সহায়তায় আয়োজিত পার্বত্য নারী সম্মেলনে নারী নেত্রী টুকু তালুকদার, বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশনের সদস্য নিরুপা দেওয়ান, বিশিষ্ট নারী নেত্রী খুশী কবির, সংস্থার প্রধান নির্বাহী শেফালিকা ত্রিপুরা, সদর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মোঃ শানে আলম, খাগড়াছড়ি সদর হাসপাতালের চিকিৎসক ডাঃ জয়া চাকমা, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান চাইথুঅং মারমা, খাগড়াছড়ি জর্জ কোর্টের পিপি এ্যাড. নাসির উদ্দীন।

২. প্রকল্পভুক্ত গ্রামে ঐতিহ্যবাহী খেলাধুলার পুরস্কার বিতরণী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সদর উপজেলার ইউএনও, ভাইবোনছড়া ইউপি চেয়ারম্যানসহ অতিথিবৃন্দ।

১. স্থানীয় এনজিওসমূহের সমন্বয়ে আয়োজিত ২৫ নভেম্বর নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ দিবস পালন।

২. পূর্ণ বিজয় কার্বারী পাড়ায় আয়োজিত পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানী ও অলোচনা সভার একাংশ।

১. পাড়ার যুব-যুবতীদের নিয়ে রূপকল্প তৈরী কর্মশালায় দলীয় কার্যক্রমের চিত্র।

২. প্রকল্পের সহায়তায় আয়োজিত শিক্ষা, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার চিত্রাংঙ্কন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের চিত্র।

১. প্রকল্পের সহায়তায় আয়োজিত পার্বত্য নারী সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের সদস্য শ্রী রক্তোৎপল ত্রিপুরা, বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশনের সদস্য মিজ নিরুপা দেওয়ান, সংস্থার প্রধান নির্বাহী মিজ শেফালিকা ত্রিপুরা, মং সার্কেলের চীফ শ্রী সাচিংপ্রু চৌধুরী, ২৯৮ নং সংসদীয় আসনের সাংসদ শ্রী কুজেন্দ্র লাল ত্রিপুরা, চাকমা সার্কেলের চীফ শ্রী দেবাশীষ রায়, নারী নেত্রী মিজ টুকু তালুকদার।

২. পার্বত্য নারী সম্মেলনে তিন পার্বত্য জেলা হতে আগত নারীনেত্রী ও নারী অধিকার কর্মী।

১. নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ ও নারী অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষে উপজেলা পর্যায়ে নারী নেত্রীদের সাথে মতবিনিময় সভা।
২. নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ ও নারী অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষে জেলা পর্যায়ে নারী নেত্রীদের সাথে মতবিনিময় সভা।

(১৩) জেন্ডার ইস্যু এবং মাশরুম ও মৌমাছি চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মসূচী-

১. প্রকল্পের কার্যক্রম উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সিএইচটিডিএফ-ইউএনডিপি'র প্রতিনিধি, সংস্থার সম্পাদিকা, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান বাবু কুজেন্দ্র লাল ত্রিপুরা ও পাহাড়ী কৃষি গবেষনা কেন্দ্রের বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তাসহ প্রকল্পের সুবিধাভোগী সদস্যবৃন্দ।
২. জেন্ডার সচেতনতা ও মাশরুম চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ শেষে মাশরুম চাষের জন্য বীজসহ প্রয়োজনীয় সামগ্রি বিতরণ করছেন সংস্থার কর্মসূচী সমন্বয়কারী, সম্পাদিকা ও প্রশিক্ষণের সহায়ক।

১. জেন্ডার সচেতনতা ও মৌমাছি চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ শেষে মৌমাছি চাষের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রি বিতরণ করছেন সংস্থার প্রধান নির্বাহী ও প্রশিক্ষণের সহায়কবৃন্দ।
২. মাশরুম চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণে ব্যবহারিক কাশে প্রশিক্ষক ও অংশগ্রহণকারী সদস্যবৃন্দ।

(১৪) পার্বত্য চট্টগ্রাম পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)-

১. পাড়া পর্যায়ে পিআরএ প্রশিক্ষণে নারী দলের সদস্যদের সাথে দলীয় কার্যক্রম।
২. পাড়ার মানচিত্র অংকন শীর্ষক প্রশিক্ষণে দলীয় কাজ উপস্থাপন।

১. প্রকল্পের সহায়তায় নির্মিত পাড়া ম্যাপ বোর্ড স্থাপন।
২. সুপেয় পানি নিশ্চিতকরণের লক্ষে স্থাপিত টিউবওয়েল থেকে পাড়াবাসীর পানি সংগ্রহ।

১. পাড়াবাসীর যাতায়াত ব্যবস্থা সহজীকরণের লক্ষে নির্মিত ফুটব্রীজ।
২. সেচ ব্যবস্পা নিশ্চিকরণের মাধ্যমে পতিত জমি আবাদের আওতায় নিয়ে আসার লক্ষে নির্মিত ডিপ টিউবওয়েল থেকে পানি উত্তোলন।

১. পাড়াবাসীর যাতায়াত ব্যবস্থা সহজীকরণের লক্ষে নির্মিত সিঁড়ি।
২. পতিত জমি আবাদের আওতায় নিয়ে আসার লক্ষে নির্মিত সেচ ড্রেন।

(১৫) সহিংসতা শিকার নারী ও নারী শিশুর পুনঃর্বাসন সহায়তা-

প্রকল্পের কর্মী কর্তৃক ভিকটীম ও তার পরিবারকে কাউন্সেলিং-এর চিত্র।

গরীব ও অসহায় নারীকে আত্ম-কর্মসংস্থানের লক্ষে আর্থিক সহায়তার চেক বিতরণ করছেন ডব্লিউআরএন-এর জেলা সমন্বয়কারী মিজ লালসা চাকমা, সংস্থার প্রধান নির্বাহী শেফালিকা ত্রিপুরা, সদর উপজেলার মহিলা ভাইস-চেয়ারম্যান মিজ বিউটি রানী ত্রিপুরা, সিএইচটিডিএফ-ইউএনডিপি'র জেলা ব্যবস্থাপক মিঃ প্রিয়তর চাকমা।

১. গরীব ও অসহায় নারীকে আত্ম-কর্মসংস্থানের লক্ষে প্রদত্ত অর্থ দিয়ে ক্রয়কৃত গরুসহ প্রকল্পের কর্মী ও সুবিধাভোগী সদস্য।

২. প্রকল্পের স্টেক হোল্ডারদের সাথে অভিজ্ঞতা বিনিময়ের লক্ষে অনুষ্ঠিত শেয়ারিং কর্মশালায় সিএইচটিডিএফ-ইউএনডিপি'র প্রতিনিধি, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদের সদস্যবৃন্দ, সংস্থার প্রধান নির্বাহী, সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, দিঘীনালা উপজেলার মহিলা ভাইস-চেয়ারম্যান ও শহর সমাজ সেবা কর্মকর্তা।

সংস্থার কার্যকরী পরিষদ

শেফালিকা ত্রিপুরা
সভানেত্রী

শাপলা দেবী ত্রিপুরা
সম্পাদিকা

জুলেখা ত্রিপুরা
কোষাধ্যক্ষ

মনপ্রিয়া ত্রিপুরা
সদস্য

নমিতা ত্রিপুরা
সদস্য

পপি ত্রিপুরা
সদস্য

শিউলি ত্রিপুরা
সদস্য

৪ | দ্বিতীয় রাজধানী
কালের কণ্ঠ

... খাগড়াছড়ি শহরের প্রবেশদ্বার চেঙ্গীসেতু লাগোয়া ছিমছাম একটি বাড়ি। এটি শুধু বাড়ি নয়, আশ্রয়কেন্দ্রও। নির্যাতিত, নিপীড়িত ও সহিংসতার শিকার নারী-শিশুর নিরাপদ ঠিকানা। বিপদে পড়লেই ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবাই ছুটে যান ওই বাড়িতে। বিপদগ্রস্তদের নিজ বাড়িতে আশ্রয় দিয়েই যেন অপেক্ষায় থাকেন তিনি। তাঁর নাম শেফালিকা ত্রিপুরা ...

অসহায় নারীর আশ্রয়কেন্দ্র

তোমার
আমার
এক কথা,
সব নারীর
নিরাপত্তা

খাগড়াপুর মহিলা কল্যাণ সমিতি
খাগড়াপুর, খাগড়াছড়ি সদর
খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা।
ফোনঃ ০৩৭১-৬২৩৫১
ই-মেইল - kmkscht@yahoo.com